নিজের গান

শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত।

কলিকাতা ২৬নং ঘোষ লেন আশুতোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীআশুতোষ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও
ভদ্রক হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৬, ১লা আশ্বিন।

মূল্য ১৲ এক টাকা

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক

১।	কুমারসম্ভব	...	...	৷৶৹
২।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	...	...	।০
৩।	সারপঞ্চক	...	...	।৵০
৪।	প্রার্থনা	...	...	।৵০
৫।	স্তবাবলী	...	...	।০
৫।	শকুন্তলা (কাব্য)	...	...	।০

গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

ঠিকানা পোষ্ট ভদ্রক জেলা বালেশ্বর।

মুখবন্ধ।

আমার এই গীতগুলি নূতন ধরণের না হইলেও ইহাদের অধিকাংশ পৌরাণিক বলিয়া হিন্দুসমাজের সম্মুখে বাহির করিতে পারাযায় ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু হিন্দুমাত্রেরই যে গানগুলি ভাল লাগিবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব, যেহেতু আজকাল মার্জ্জিত রুচির যুগ ও ব্যক্তিগত রুচিস্বাতন্ত্র্যের মাত্রাও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী। আমি একটু সে কেলে ধরণের লোক সুতরাং আমার রুচিতে একটু আধটু সেকেলে গন্ধ অবশ্যই আছে। ইহা বয়োবৃদ্ধি সহ বদ্ধমূল অভ্যাসের দোষ, একেবারে এড়ান অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়াই যে আমি আধুনিক রুচির মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে উদাসীন এরূপ কখনই নয় তবে দেশকালপাত্র অনুসারে গানগুলির কোন কোনটী রুচিসোপানের উচ্চতম পদবীতে না উঠিয়া দু' এক ধাপ নীচে রহিয়া গিয়াছে এই মাত্র বলা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত ত্রুটী নিজেই স্বীকার করিলাম, অজ্ঞান কৃত আরও কত কি আছে জানি না, পাঠকের বিচারাধীন রহিল।

ভালর আদর, মন্দের অনাদর সর্ব্বদাই যে হইয়া থাকে এরূপ নয়, ইহার বিপর্য্যয়ের দৃষ্টান্তও বৈচিত্র্যময় সংসারে বহুল। সুখ্যাতি, অখ্যাতি অনেকটা দৈবায়ত্ত বলিয়াই বোধ হয়। তাই ভিন্ন ভিন্ন মনের অবস্থায় রচিত এই গীতগুলি আধুনিক রুচি

সঙ্গত না হইলেও কেবল আমার অদৃষ্টপরীক্ষাকল্পে জন সমাজে প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হইলাম না। অধিকন্তু,

'কিং ন করোতি বিধির্যদিরুষ্টঃ
কিং ন করোতি বিধির্যদিতুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা—
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥

কবির উক্তিরূপ এই শক্ত কীলকে আশার নৌকা ভাল করিয়া বাঁধিলাম।

পাণিহাটীনিবাসী আমার ভাগিনেয় শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধিকাংশ গীতের সুর ও তাল নির্ণয় করিয়া ও আমার প্রিয় ছাত্র কলিকাতা হাইকোর্টের কপীং ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্‌টেন্‌-ডেণ্ট শ্রীশারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে সহায়তা করিয়া আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদার্হ হইয়াছেন।

গ্রন্থকারস্য—

যে সকল রাগরাগিণী তালাদি নির্দ্ধারণ করা হইল তাহাতেই যে গাহিতে হইবে এরূপ কিছু কথা নহে। ঐরূপ রাগতালাদি অবলম্বন করিয়া গাহিতে পারা যায়। কিন্তু গাহকের ইচ্ছামত রাগতালাদিতে গাহিতে পারেন। ইতি ৬ই বৈশাখ ১৩২১ সাল।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাণিহাটী,

২৪ পরগণা

সরস্বতী বন্দনা।

জয় জয় ভারতি, দেবি সরস্বতি,
　　　　　　শ্বেতশতদলবাসিনি।
অজ্ঞাননাশিনি, জ্ঞানপ্রকাশিনি,
　　　　　　সুধাসুমধুরহাসিনি।
বাক্যবিধায়িনি, বিদ্যাবিনোদিনি,
　　　　　　বিবুধ-হৃদয়-বোধ-মন্দাকিনি,—
অলকানন্দে, ত্রিভুবনবন্দ্যে,
　　　　　　বিশ্বেশ-মানস-উল্লাসিনি।
　　মণিময়-মঞ্জীর-রাজিত-চরণে,
　　নখ-রুচি-নিন্দিত-শশধর-কিরণে,
　　জয় জাড্যাবগুণ্ঠন-উদ্‌ঘাটিনি,
　　কবিকণ্ঠ-অকুণ্ঠিত-নির্ঝরিণি,—
বেদ-রামায়ণ-আদি-পুরাণগণ—
　　　　　　ভারত-ভারতী-সঞ্জননি,—
জয় জয় শাশ্বতি, দেবি সরস্বতি,
　　　　　　অজ্ঞান-ঘোরতিমির-তরণি।

ইমন কল্যাণ—ঢিমেতেতালা

শ্যামা-সঙ্গীত।

জয় জগবন্দিনি, যুগান্তকারিণি, ভবভয়ভঞ্জিনি তারিণি গো।
(তুমি) শক্তি শাকম্ভরী কৌমারী শঙ্করী
(তুমি) ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী গো।
(তুমি) বারাহী বৈষ্ণবী ভ্রামরী রৌদ্রী,
(তব) শ্বাসপ্রকম্পিত অষ্ট কুলাদ্রি,
(তুমি) জয়ন্তী রটন্তী শোণিতদন্তী,
(তুমি) দুরন্ত-কৃতান্ত-কৃন্তিনী গো।
(তুমি) গিলিছ উগারিছ কতবার বিশ্ব,
কোটি বিভাবসু জিনি তব আস্য,
(তব) দন্তে বিচূর্ণিত কত চতুরানন,
(তুমি) রুদ্র-পুরন্দর-ঘাতিনী গো,—
ললাটফলকে তব ঝলকে শশাঙ্ক,
দলিত চরণতলে কাল নিরঙ্ক,
কত রাজ্য নিমজ্জিল কাল কবলে কালি
জাগিল কত শত আর অসংখ্য—
কালতরঙ্গে (তারা) সকলি ত ভঙ্গুর,
(তব) ভ্রূভঙ্গে ভোলে কাল রঙ্গিণি গো।
জীবসাগরে তারা আমি এক বিন্দু,
আমি কি নির্ণিব তব গুণমহাসিন্ধু,
রাখ চরণে, শুভশরণে, যাচে বরষ মাস দিন যামিনী গো॥

ভূপালী—শ্লথ ত্রিতালী

'সদা কালী কালী বল, কালীনাম বিনা ভবে সকলি বিফল।
ভজ তারা অনিবার, তারা এ সংসারে সার,
ক্ষীর ত্যজি নীর পানে কি আছে রে ফল।
জীবের জীবন মরু, কালী তায় কল্পতরু,
ভক্তিআকর্ষণী দিয়ে টান্ মুক্তিফল।
শক্তিতে উদ্ভূত সব, শক্তি বিনা শিব শব,
শক্তি না সাধিলে মুক্তি কেবা দিবে বল।
অৰ্দ্ধেক জীবন গত শুইয়া শয্যায়,
অকাজে কতক গত, আর বাকি দিন কত,
তাই বলি অবিরত কালী কালী বল।

খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী বা কাওয়ালী

আর কবে মন বল্‌বি কালী।
বাসনা-অনলে, প্রতি পলে পলে, জ্বলে জ্বলে খাক্ হয়ে গেলি।
ভোগ-ঘৃতাহুতি করিয়া অর্পণ,
বাড়াস্‌নে রে আর কাম-হুতাশন,
নির্ব্বাপিত তায় কর্ রে ত্বরায় বৈরাগ্য-শীতলসলিল ঢালি।
না বাড়িবে শ্যামা-নামামৃতে তৃষা,
বিষয়-বাসনা না হইলে কৃশা,
বিধু না বিকাশে, বরষা-আকাশে, অবিরল যবে ঘনাবলী।

খাম্বাজ—একতালা।

মন রে তুই বড়ই বোকা।
দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, তবু আক্কেলে তুই কচি খোকা।
আপনাকে তুই অমর ভেবে, কোস্ কথাগুলো রোকা রোকা ;
কিন্তু জানিস না যে পলে পলে কাট্‌চে তোরে কালের পোকা।
ভাবিস্ কেবল কোথা পাবি, সোণার টাকা থোকা থোকা,
কিন্তু সোণার সুখ আর শ্যামার সুখে কভু ত দিলি না জোঁকা।
সোণা কেবল শুন্‌তে সোণা, তার চক্‌চকানি চোখের দেখা
শ্যামা মনের পরশমণি. শ্যামার কিরণ মনে আঁকা।
নকলে তুই ভাবিস্ আসল, পাগল মন তুই এম্নি ন্যাকা,
ভাল করে ডাক্‌রে মাকে ঘুচ্‌বে রে তোর ভবের ধোঁকা।

রামপ্রসাদী—একতালা।

জীবন গেল বিফলে।
কি হবে জানিনা ম'লে।
আমি দিলাম না মনকমল কভু তোর চরণকমলে।
আমায় দিয়েছিলি আত্মমণি, সে যে মণি-কুলোজ্জ্বল,
তাতে তোর নামাঙ্ক ছিল ছুঁইত না চৌরদলে।
আমি ডুবাইনু সেই মণি কলুষ-কালিতে,
মৃত্তিকার এ দেহের সৌষ্ঠব সাধিতে ;
বুদ্ধি মোর বড় ক্ষুদ্র, রোধিতে মৃদ্‌ঘটছিদ্র,
দক্ষিণ-আবর্ত্ত-শঙ্খ চূর্ণিলাম অবহেলে।

তোড়ী—মধ্যত্রিতালী।

কালী-নাম-পাষাণে ঘষণ দিয়ে শাণিয়ে নে মন বিবেক-ছুরী।
কক্ক'রে ধার হ'লে রে তার, কাট্‌ না তাতে কর্ম্মডুরী।
কাট্‌লে পরে সে কর্ম্মফাঁস, পাবি মুক্তকেশীর আকাশ,
তখন ওঠা নাবা ঘুচ্‌বে ভবে বিষয়-বাঁশটা আঁক্‌ড়ে ধরি।
উঠ্‌বি তুই এত উপরে, তোর ন্যাগাল আর কেবা ধরে,
হাস্‌বি সেথা সুখের ভরে, সংসারে সব সং নেহারি।

ভৈরবী—যৎ

আজ কাল্ বলে কত কাটাবি রে দিন।
আজ আছিস্ নবীন, কাল হবি প্রবীণ,
হবে ক্রমে তনু ক্ষীণ, হবি বলবুদ্ধিহীন,
ক্রমেই ফুরায়ে যাবে তোর গণা দিন।
আজ যদি তুই বলিস্ কালী, কালের মুখে দিবি কালী,
কাল্ বলে রাখিয়া দিলে পাবি না কালী,
যৌবনজুয়ার ভাঁটিয়ে জাগ্‌বে জরার বালী,
তখন বেড়াজাল নে আস্‌বে রে কাল তোর্ ধর্ত্তে জীবমীন।
যৌবন কাটাই হেসে খেলে, বল্‌ব কালী বৃদ্ধকালে,
এ ভাবনা, ও ভোলা মন, নয় রে সমীচীন,
বল্‌রে কালী থাক্‌তে বুলি আপন অধীন,
ঘরে লাগ্‌লে অনল, চায় কূপ কেটে জল, পাগল বুদ্ধিহীন।

ঝিঁঝিট—মধ্যত্রিতালী।

তোর ভবের সাগর কত বড়, বল্ তারা তোর পায়ে পড়ি।
বাইচি দেহের তরী জন্ম জন্ম আজও ত জম্‌ল না পাড়ি।
এ নৌকাতে ছিদ্র শত, কর্চ্চি কালাপাতি অবিরত,
জল ছেঁচে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু মাঝখানে হয় ভরাবুড়ি।
ডুব্‌লো তরী কতই বার, তবু তারা নাই নিস্তার,
তুই অকুলে ভাসাস্ মা আবার, আবার নূতন তরী গড়ি।
আমার বল বুদ্ধি পেয়েছে নাশ, হয়েছি মা বড়ই হতাশ,
এবার তোল্ তারিণি জ্ঞানের বাতাস,
তোর পদরূপ ওই কূলে পড়ি।

ভৈরবী—যৎ।

দে তারিণি অভয় পদ, আমি পদক ক'রে গলায় পরি।
এক ভূতেতে রক্ষা নাই মা আমার ঘরটা যে পাঁচ ভূতের পুরী।
ভূতের ঘরে খেতে শুতে, আমারে পেয়েছে ভূতে,
রাখ্‌বি তো রাখ্ আপন পুতে, নইলে ভূতে দিলে দফা সারি।
ভূতগুলোর নাই ধারা পালা, তারা এই বলে বাপ, এই বলে শালা,
কত আর সহিব জ্বালা, ভূতের হাতে ভবেশ্বরি।
পাঁচ ভূতের এ দেহ লয়ে, সদাই মরি ভয়ে ভয়ে,
আমার মা না তুই অভয়ে, ভূতনাথ যাঁর আজ্ঞাকারী।

সিন্ধু—যৎ।

হেন উৎকট পিপাসা প্রাণে কেন মা দিলে।
সর্ব্বনাশা এ পিপাসা যায় না যে মলে।
পিপাসায় শুষ্ক মুখ, পিপাসায় ফাটে বুক,
এ পিপাসা যায় না মা সিন্ধু শোষিলে।
তব কৃপামৃতধারা দেও কিছু ঢেলে।
পেলে তার এক বিন্দু, অনায়াসে শরদিন্দু,
এ ঘোর ভব-পিপাসা যাবে মা ভুলে।

ভীমপলশ্রী—ঢিমেতেতালা।

শিবে সর্ব্বনাশি মুক্তকেশি তুই না আমার মা।
কোন্ মা জলে ভাসায় ছেলে বাঁধিয়ে হাত পা।
হলেম হাবুডুবু খেয়ে সারা এ জলের নাই কূল কিনারা
আকাশ যোড়া প্রসার তাহার কর্ত্তেছে খাঁ খাঁ।
দিলি করেতে কর্ম্মের ডোর, বুকেতে বিষয়-পাথর,
তারা প্রতিক্ষণে করে মা জোর, কেম্‌নে ভাসাই গা।
মায়া-মোহ-কুহেলিকা- আঁধারে মোর পথটি ঢাকা,
আশার দুর্জ্জয় বায়ু বইতেছে সাঁ সাঁ।
উদরে বিষম গর্ত্ত, ভ্রমিতেছে ভ্রমাবর্ত্ত,
বিদ্বেষ-বাড়বানলের উঠ্‌ছে নীলাভা।
রিপুতরঙ্গের নাচে, ভয়েতে প্রাণ না বাঁচে,
আবার মৃত্যু-মকর মেল্‌য়ে আছে সাগরযোড়া হাঁ।
এমন জলে ফেলার চেয়ে, ওগো ও পাষাণের মেয়ে,
ভাল ছিল আঁতুড়ঘরে আমার গলায় দেওয়া পা।

মায়েতে যন্ত্রণা দিলে বাপের কাছে বলে ছেলে,
কিন্তু মোর বাবা তোর পদতলে, ব্যাটা কাড়েনাকো রা।

মূলতান—কাওয়ালী।

আমি মর্‌তে ভয় করি না।
কিন্তু তেমন মরণ দে মা তারা যেন ভবে আর ফিরি না।
যাকে আমরা বলি মরণ, সেত দুধের ছেলের ঘুম জাগরণ,
এই অচেতন, এই সচেতন, আবার চুষী ধরে টানা।
মরে যে মা জীব সকলে, তাকে কি আর মরণ বলে,
সেত ভবের তাঁতে তাঁত বুনিতে, মন-মাকুটার আনাগোনা।
থাকে আশা-টানা লম্বা আকার,
পড়ে দুখের পড়েন তায় বারম্বার,
কর্ম্মসূত্রের থাক্‌লে গোড়া, টানা পড়েন ত ছাড়ে না।

খট—ঢং।

ভবের বনে অসাবধানে করিতে ভ্রমণ।
বিষয়-বিষধরে তোরে করেছে দংশন।
সর্ব্বাঙ্গে তোর বিষ ঘেরেছে, সংসার-ক্ষার মিষ্ট লাগচে
লোভের গ্যাঁজ্‌লা মুখে ভাঙচে, এইবার গেল গেল জীবন
বিষ তোর উঠেছে শিরে, পুণ্যের তাগা কর্‌বে কি রে,
চল্‌ছে না আর তোর শরীরে ধর্ম্ম-ওঝার ঝাড়ন ফোঁকন।

এ বিষে তোর নাই নিস্তার, উপায় ত দেখি নে আর,
তবে অসারে সার আছে জল সার,
কর্ কালীনাম-পীযূষে অবগাহন।

ভৈরবী—যৎ।

আমায় পথ দেখা শঙ্করি।
আমি দিনটা সারা, ও মা তারা, কুপথেতে ঘুরে মরি।
তোর ভবের বনে নাই মা আলো,
দিনেই পথ দেখায়নি ভাল,
বেলা গেল সন্ধ্যে হ'ল, এখন আঁধারে উপায় কি করি।
যখন আমি ঘর ছাড়ি,
ছ'টা চোরের পাল্লায় পড়ি,
তারা কর্চ্চে মোরে তাড়াতাড়ি, সকাল থেকে,
আমার পথ আগুলে আছে ঘেরি।
তারা আগে দূরে দূরে ছিল,
ক্রমেই কাছে ঘেঁসে এল,
এবার দিয়ে গলায় ফাঁসি, মুক্তকেশি,
আমার পথের সম্বল লয় বা হরি।
আমার মন-প্রহরী নেড়ে দাড়ী,
কর্ত্তে চোরের সঙ্গে হুড়োহুড়ী,
ভেঙে বস্‌ল বিবেক-বাড়ী সে আনাড়ী,
এখন কার সহায়ে সুপথ ধরি।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরি

যা পেলি তাই খেলি কালি তবু উদর নাহি ভরে।
সর্ব্বনেশে ভোজনে কি দিবি ব্রহ্মাণ্ডটা উজাড় করে।
তব বদন ঈশানি, পেষণী বিশ্বনাশিনী,
ঘুরে দিবা নিশীথিনী, চূর্ণ করি চরাচরে।
ব্রহ্মা রুদ্র পুরন্দর, তারা সূর্য্য শশধর,
লভে সবে দশান্তর, পশি ও দশনান্তরে।
তুই খাবি মা তোর সংসার, বল্‌তে কিছু নাই আমার,
বাকি থাকে মোর অহংকার, এই খেদে প্রাণ বিদরে।

বিভাস—আড়াঠেকা।

মন তুই রে বড় তালকাণা।
সংসার-জঞ্জালে, কত হলি রে নাকাল,
তবু কালী বলে একবার ডাকিলি না।
যত কিছু তুই বলিস্ মোর মোর,
তারা কেহ নয় রে তোর, শুধু কর্ম্মডোর,
ছেড়ে গণ্ডগোল, ধর্ রে তারা-বোল,
সে বোল্ বিনা ভবে পার পাবি না।
একঘেয়ে দুঃখের বেহাগ গাহিয়া,
জীবনের নিশা দিলি কাটাইয়া,
এখন হ'ল ভোরের বেলা, তোর ধরে গেল গলা,
একবার গম্ভীরে ভৈরবী সেধে নেনা।

তোর যৌবন-নিশীথ হয়েছে অতীত,
ঝিঁঝিঁটে গাস্ না প্রণয়-সঙ্গীত,
এখন গলিত দশনে, স্খলিত রসনে,
ললিতে ঘোষনা লোলরসনা।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

জলদ-বরণা কালি আমারে বলদের মত।
মেরে দুখের বেত্র এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আর নাঙল্ টানাবি কত।
আমার মায়া-সূত্রে নাকটি ফোঁড়া,
স্বার্থ-জোয়ালে কাঁধটী যোড়া,
অজ্ঞান-কৃষাণ মার্চ্চে তাড়া, আমি খেটে মরি অবিরত।
আমার মুখ ঘেরা কুরুচি-জালে,
নাই পুণ্য-দুর্ব্বা মোর কপালে,
ভবের গোবরভরা গইলে শুয়ে, পাপের জাবর কাট্‌ব কত।
কি কব সে অজ্ঞান-চাষায়,
বাঁধে আমায় বিষয়-খোঁটায়,
আবার মোহতুষের ধোঁয়া দিয়ে. করে আমার দৃষ্টি হত।
খেটে হাড় সার আমার দশা,
তবু লাগে হিংসা-মশা,
আমি মোটা বুদ্ধির ল্যাজ্‌টা নেড়ে আর মশা তাড়াব কত।

কবে হবে সে তপস্যা,
মিল্‌বে জীবনের অমাবস্যা,
সে দিন প'ড়বে না আর কাঁধে জোয়াল,
আমি হব তোর ঐ পদে নত।

রামপ্রসাদী—একতালা।

(একি গো ক্ষেমঙ্করি) তোর খেয়াঘাটে কি কারখানা।
তুফান গাঙে ভাঙে ভাঙে জল ঝরা এ নৌকখানা।
ভবের গাঙেতে দেখি, লেগেই আছে কাল বশিখি.
এ দুর্যোগে নাবিক নাকি বামুন গরু পার করে না।
ভোরে বাতাস কম্‌তি ছিল, দুপুরে ক্রমে বাড়িল,
সন্ধ্যে বেলায় ঝেঁকে এল, তরী বুঝি আর টেঁকে না।
ভয়ে কাঁপ্‌চি থর থর. ডাক্‌চি কতই বদর বদর,
চেঁচাই জোরে পাঁচটী পিরে. তারা শির বাহির ত কেউ করে না
মন আমার আনাড়ি নেয়ে. দেখে নাক বেয়ে চেয়ে.
ভয়ে জড় সড় হয়ে. উড়ো ঝিঁকে আর মারে না।
হই হব এ তরী হারা, পদভেলা দিয়ে তারা.
আমায় কূল ধরা মা এম্নি ধারা. যেন পারের ধারটী আর ধারিনা

রামপ্রসাদী—একতালা।

তারিণি গো ভবের হাটে কল্লি আমায় নগ্‌দা মুটে।
আমি দিগ্‌দার হয়েছি তারা দিবারাত্রি খেটে খেটে।

বাসনার লম্বা বাঁকে, ঝুলিয়েছি মা লোভের শিকে,
বই পাপের বস্তা তার দুদিকে, তমোগুণে বেঁধে এঁটে।

ছুটি আশার অশেষ রাস্তা ধরে, গায়ে কর্ম্মভোগের ঘর্ম্ম ঝরে,
সঞ্চয় কিছু রয়না ঘরে, যা আনি তাই খাই মা পেটে।

সামান্য যা রোজগার করি, পরিবার পুষে মরি,
তারা লাভের আমার অধিকারী পাপের বোঝা বয়না বেঁটে।

এ হাটের যে ছটা ফড়ে, প্রায় তাদের বোঝাই পড়ে ঘাড়ে,
তারা একটু থাম্‌লেই আসে তেড়ে,
আমার দম্ ফেটে যায় ছুটে ছুটে।

যা ছিল হ'ল কপালে, এই যাচি তোর চরণতলে,
এবার বোঝা নামিয়ে দিলে, আমি থাক্‌ব তোর চরণে লুটে।

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরি।

মহাজনি মন জানিস্ না।

গুরুদত্ত ধন, আছে রে মূলধন, সাধনে সে ধনে বাড়িয়ে নেনা
পেয়েছিস্ দুর্লভ মানবদেহ-তরী,
যদিও সছিদ্র তাতেই নে কাজ করি,
কালীনামমন্ত্রে কালাপাতি করি, ভবের তরঙ্গ কাটিয়ে যা না।

দাদন দিয়ে প্রীতি প্রতিজীবে গণি,
পুণ্য-পণ্য-দ্রব্য কর্ রে আম্‌দানি,
রাখিস্ জ্ঞানপ্রহরী দিবসশর্ব্বরী,
যেন হিংসাদিতস্করে তায় হরে না।
তোর তরী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতি দামী,
তারার নামে সেটা করে রাখ্ বেনামি,
সে নাম দেখ্‌লে পরে, জরার বন্দরে,
শমন রাজা ডরে, আট্‌কাবে না।
এরূপে এড়ায়ে শমনসীমানা,
পশ্‌বি শেষে মন্দাকিনীর মোহানা,
সেথা মায়ের চরণ দুখানি, মুক্তিরত্নখনি,
ভক্তিধন দিয়ে কিনে নে না।
সে খনির প্রহরী, ভোলা ত্রিপুরারি,
তোরে দখল দিতে যদি করে জারিজুরি,
দেখাইবি তারে নির্ভয় অন্তরে, নির্ব্বাণদায়িনীর পরওয়ানা।

খাম্বাজ—একতালা।

কেন মা সৈনিক করি করিলি প্রেরণ।
সংসারসমরে মোরে করিবারে রণ।
আমার মানসে সাহস নাই, শরীরে শকতি,
তিষ্ঠিতে না পারি রণে ভয়ে ভীতমতি,
প্রতিক্ষণে করি তাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি কত মহাবীর,
যে কালসমরে কালি ঢেলেছে শরীর,
কেমনে সেখানে যুঝে দুর্ব্বল এ জন।
হ'ল চৈতন্য অচৈতন্য, হতবুদ্ধি বুদ্ধ,
শঙ্কর ত্যজিল তনু সঙ্কল্প অসিদ্ধ,
আমা হতে হ'বে না সে অসাধ্য সাধন।
আমার ধর্ম্মরূপ বর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মতাড়নে,
কর্ম্মরূপ চর্ম্ম ছিন্ন অকর্ম্মপীড়নে,
অজ্ঞানপ্রহারে ক্ষুণ্ণ জ্ঞান-কৃপাণ।
পালালেও ও মা তারা নাহি অব্যাহতি,
তাড়ায়ে মারে গো মোরে রিপুর সংহতি,
কি কুক্ষণে করেছিনু এ রণেতে আগমন।
কত আর দিবি দুঃখ ও মা দাক্ষায়ণি,
বাঁচা গো দুর্গমে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি,
দিয়া ও চরণ-দুর্গে আমারে শরণ।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা

আমায় ফেল্লি তারা বিষম ফেরে।
তুই না সে ফের খুল্লে মা গো, আমায় ফের দেবে জেরবার করে
আমি মান পেলে সন্তুষ্ট হই মা,
উঠি অপমানে চোখ রাঙা করে,
কবে হবে তেমন দশা গ'ণব মান অপমান সমান দরে।

আমি কৃতার্থ হই দূরবর্ত্তী ধনিলোকের সঙ্গে আলাপ করে,
আমার হৃদয়ের ধন তুই মা তারা, দিনেকত সুধাই না তোরে।
আমি ব্যর্থ অর্থলাভের তরে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে,
কিন্তু অর্থটী যাই লাভ হয় তারা, আমার অনর্থ দেয় দফা সেরে।
আমি দিবারাত্রি ভেবে মরি সম্পদ হবে কেমন করে,
কিন্তু যাই সম্পদ্ আসে ঘরে, অম্নি বিপদ্ বসে চেপে দোরে।
আমি শশব্যস্ত সদাই তারা প্রভুশক্তি পাবার তরে,
কিন্তু একগুণে যাই হয় প্রভুত্ব, আমার দশগুণ যায় দাসত্ব বেড়ে।
আমি ব্রাহ্মণ বলে করি দম্ভ, সুতো ক গাছ্ গলায় পরে,
শুধু সুতোয় যদি হয় ব্রহ্মত্ব, কলুর বলদ কি দোষ করে।
মুচির মতন ব্যাভার আমার, বেড়াই শুচি বলে জাঁকটী করে,
শুচিত্ব কি সহজ কথা, সুচিত্ত না থাক্‌লে পরে।
আমি পূজার আড়ম্বরে বসি, কত ছিটে ফোঁটা গায়ে করে,
কিন্তু নয়ন মুদে ভাবতে তোরে, সুদের সুদ কসি অন্তরে।
আমার পাল্কি চড়া যুট্‌লে ভালে, পাছে লোকে হাল্কি বলে,
আমি নেচে কুঁদে দিই মা তারা, বেয়ারাদের কাঁধ দরদ্ করে।
মনটা আমার কুকুরের ল্যাজ্, ব্যাটা বাগ মানে না একেবারে,
তারে টেনে টুনে করে সোজা যাই ছেড়ে দিই কোঁক্‌ড়া মারে।
ঘর ছেড়ে অভাগীর ব্যাটা কেবল হেথা সেথা ঘুরে মরে,
তার ইন্দ্রিয়ের ল্যাজ্ দে মা টেনে,
ব্যাটা শোরের গোঁয়ে পশুগ্ ঘরে।

আলাহিয়া—একতালা।

পূজ্‌বো তোরে শবাসনা।
আমার হৃদয়-মশানে দাঁড়া মা ঈশানি, বলি দিব স্ববাসনা।
এলায়ে প্রলয়-জলধর-কেশ,
দাঁড়া মা উজলি এ হৃদয়-দেশ,
শব হবে পদে মম জীব-ব্যোমকেশ,
শবে নাচ্ মা শিবে বিবসনা।
আশা-শশিকলা ডুবেছে আমার,
হৃদয় ঘেরেছে নিরাশা-আঁধার,
আজ পূর্ণ অমানিশা, আমার এ দশা
তবে নিতে কি নিষেধ উপাসনা।
রণরঙ্গে তারা নাচ্‌তে চাস্ যদি,
যোগ্য স্থল তার যোগাবে এ হৃদি,
আমার রাগ-রক্তবীজে, বধি চতুর্ভুজে,
রঞ্জিত কর মা লোল রসনা।
বিষাদ-ঘনে ঢাকা মানস-আকাশ,
ঝঞ্ঝানিল তায় শোকবেগোচ্ছ্বাস,
চল অসির ফলকে ঝলকি চপলা,
হুঙ্কারে কর মা অশনি ঘোষণা।
বেহাগ—একতালা।

কি দোষে তারিণি আমায় ভবের কারায় কল্লি প্রেরণ।
দুমাস ছমাস নয় মা তারা আমার এ কারা যে যাবজ্জীবন।
মায়ার শৃঙ্খল পায়ে দিয়ে, থাকি কামনা-কম্বলে শুয়ে,
বিপদ্-বেত্রের প্রহার স'য়ে, হয়েছি মা জ্বালাতন।

পাকাই আশার দড়ী লম্বা ক'রে, ভ্রম-ঘানিতে মরি ঘুরে,
বিষয়-লোষ্ট্র ব'য়ে শিরে, হয় পদে পদে পদস্খলন।
লোভ নামে জমাদার হেথায়, কতই কাজে আমায় খাটায়,
কি কব গর্ব্ব-দারোগায়, ব্যাটা কাজের হিসাব লয় অনুক্ষণ।
করি পাপে মাপা অন্নভোজন, আমার দিনে দিনে বাড়ে ওজন,
কবে গো তারিণি তবে হবে মা এ কারা মোচন।

খট—যৎ।

সংসার-বিষমজ্বর ঘেরেছে আমায়।
হ'য়ে আছি একজ্বরী আমার প্রাণ যায় তৃষ্ণায়।
কামিনী-কাঞ্চন ভোগ, পাইয়া কুপথ্য-যোগ,
প্রবল হয়েছে রোগ করি কি উপায়,
খেঁচ্‌কার বিষম হেঁচ্‌কি উপসর্গ তায়,
উঠ্‌ছে অভিমানের শুক্‌নো কাসি আমার দম্ ফেটে যায়।
পাপে পেট্ ফুলে দম্‌সম্, পুণ্যের জোলাপ হচ্চে হজম,
আলাপ বিলাপ বক্‌চি প্রলাপ কতই রকম,
দারাপত্য কুপথ্যেতে তবু মন যায়।
রোষ আর আলস্য, বেড়েছে মোর পিত্তশ্লেষ্য,
আশার দুর্জ্জয় বায়ু মিলেছে তাহায়,
প'ড়েছি তারিণি আমি ত্রিদোষের দশায়,
অবসাদের স্বেদ বইছে গায়ে এইবার গলা ঘড়্‌ঘড়ায়।

জপযজ্ঞতপ-ত্রিফলা, সেবন কচ্চি দুটী বেলা,
অষ্টাদশম্ পুরাণ পাচন পানেও নাই হেলা,
কিন্তু বৈরাগ্য-বিষবড়ী বিনা এ জ্বর আমার কে তাড়ায়।

মূলতান--আড়াঠেকা।

নয়ন না চাই ঈশানি আমি অন্ধ থাক্‌তে ভালবাসি।
অন্ধের আঁধারহৃদে ভাল জ্বলে
তোর কালো রূপের আলোকরাশি।
সনেত্র জনের দৃষ্টি চারিদিকে ধায়,
সে তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে না পায়,
তুমিও দেও না দেখা স্বরূপ প্রকাশি।
দিচ্ছি জলাঞ্জলি আমি সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলে,
গৌতমের কূট তর্কে মন নাহি ভোলে,
তারা কেউ বলে সাকারা, কেউ বলে তুই নিরাকারা,
আমি ত জানি মা তারা, তুই আমার মা মুক্তকেশী।
শমিলে তরঙ্গভঙ্গ সিন্ধুতে করিব স্নান,
ভজিব গো তোরে তারা যুক্তিতে ক'রে প্রমাণ,
আমি সে পথের পথিক নই, হ'লে জীবনে কুলায় বা কই,
স্বতঃই পূজিতে তোরে আমার প্রাণ প্রয়াসী।

ভৈরবী—ঢিমেতেতালা।

সেই ব্যাটা ত আসল পাগল যে মাকে আমার পাগ্‌লী বলে।
পাগ্‌লীর কোল উজলে কি রে জ্ঞানব্রহ্ম গণেশছেলে।
মা আমার থাকেন ন্যাংটা,
তাই র'টেছে তাঁর পাগ্‌লী নামটা,
তাঁর ঘোম্‌টার ভিতর নাই রে খেম্‌টা, শোন্‌ তত্ত্বকথা দিই রে ব'লে।
মা আমার জগজ্জননী,
তাই থাকেন মা উলঙ্গিনী,
কখন বসন পরেন তিনি, যিনি জীব প্রসবেন পলে পলে।
মা আমার লোলরসনা,
তাই হ'ল তাঁর পাগ্‌লীনাম ঘোষণা,
লোকে কিন্তু তা বুঝে না, মা কি উপদেশ দেন সে ছলে।
জিহ্বারে কেটে দাঁতে, এই শিক্ষা দেন জগতে,
জিহ্বায় না যন্ত্রণা দিলে, মন্ত্রণা কভু না ফলে।
নাচেন মা শিব-শবের বুকে,
তাই পাগ্‌লী তাঁরে বলে লোকে,
কিন্তু জলদে না নাচ্‌লে তড়িৎ তার লীলা আর কোথায় চলে।
কালের বুকে নাচেন কালী,
স্বভাবের ভাব তাকেই বলি,
যেদিন কালীর বুকে নাচবে রে কাল, প্রলয় হবে সেই সেকালে।
সাগরবুকে নাচে নদী, তাই হেরি রে নিরবধি,
যেদিন নদীর বুকে নাচ্‌বে সাগর, ডুব্‌বে ভূতল অতল জলে।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

বিদ্যাটা তোর গেছে জানা।
শিখ্‌লি যত বিদ্যা, সকলি অবিদ্যা,
বিদ্যা মহাবিদ্যার আরাধনা।
জল থাকে বটে খাল ও নালায়,
নদী বলি তবু কহা নাহি যায়,
নদী বলি তায়, আশ্রয়িলে যায়,
সিন্ধু সনে হয় দেখা শুনা।
তুই সংস্কৃত প'ড়ে বাঁধিস্ চাল কলা,
হোস্ অধ্যাপক মাথায় আর্কফলা,
গলাবাজি করিস্ বিদায় পাবার বেলা,
ভবের চির বিদায় তায় মেলে না।
ন্যায় প'ড়ে তুই করিস্ রে অন্যায়,
ঘটত্বে পটত্বে তোর বিদ্যা ফুরায়,
যে মা দেহ-ঘটে জীবত্ব ঘটায়,
তাঁরে ঘটে পটে কভু পূজিলি না।
স্মৃতি-শাস্ত্র প'ড়ে মাথা গেল ঘুরে,
হ'লি সকলি বিস্মৃত স্মার্ত্ত নাম ধ'রে,
নিজে অব্যবস্থ ব্যবস্থা দিস্ পরে,
শ্যামা মাকে কভু ত মা বলিলি না।
পড়িয়া চরক হ'লি চিকিৎসক,
পরকে দিলি কত রেচক পাচক,
নিজের পাতক-রোগ-বিনাশক,
শ্যামাপাদোদক সেবিলি না।

নেত্র রোগে তোরে শ্রেষ্ঠবৈদ্য জানি,
সবাই যত্ন ক'রে করে টানাটানি,
নিজের চোখে তোর আছে রে মায়ার ছানি,
জ্ঞান-ছুরিতে সেটা তুলিলি না।

খাম্বাজ—একতালা।

আশা-কুহকিনীর বোলে ভুলিস্‌না রে ও ভোলা মন।
আশার ভাষা বড় খাসা প্রাণতোষা আর নাই তেমন।
আশা দেখ্‌য়ে ভাবি সুখের আভাস,
বর্ত্তমান সুখ করে রে নাশ,
সে বানের জল ঢুকিয়ে ঘরে, ঘরের জল করে শোষণ।
আশা বলে তোর ভাগ্যে আছে রত্নজাল,
আজ না পেলি পাবি রে কাল,
কিন্তু কালের গর্ভ কেবলি খাল, রতন নিশার স্বপন।
যা হয় নাই তোর যৌবনকালে,
আর কি হয় তা বৃদ্ধকালে,
যদি মিষ্ট নাই রে ত্বকের তলে, হবে অস্থিতে অম্ল দশন।
মন তুই রে ভিক্ষুক ছোঁড়া,
শুন্‌লি ঘরে ঘরে 'হাত যোড়া',
তবু গেলি না রে তুই যেখানে, ভাবিস্ অন্নে পূর্ণ সেই ত ভবন

যেথা ভ্রমের আলোক ঝাপ্সা জ্বলে,
সেই আশার বাসটা ভেঙে ফেলে,
বোস্ নিরাশা-আকাশের তলে, পাবি মুক্তকেশীর চরণ-তপন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—যৎ

তত্ত্বজ্ঞান তোর কবে হবে।
সংসার অনিত্য, তাতেই রইলি মত্ত, নিত্যধন শ্যামা চিন্‌বি কবে।
পাগল হলি তুই ক'রে ভোগ ভোগ,
জানিস না যে ভোগে আছে মহারোগ,
মায়ের পদযুগে কর্ রে মনোযোগ, বৃথা যাওয়া আসা ঘুচ্‌বে ভবে।
সম্পদ্ বিপদ্ মান অপমান,
প্রভুত্ব দাসত্ব পতন উত্থান,
নিন্দা ও গৌরব অভাব বৈভব দেহ ধরি ভবে কে এড়াবে।
উন্নতি হইলে আছে অবনতি,
কে রোধিবে এই স্বভাবের গতি,
দেখ্ দ্বিপ্রহর পরে. নভের উপরে, নিম্নে ঢলে রবি ম্লানভাবে।
বৃথা এ ভবের দুঃখ সুখ যত,
তাই নিয়ে মন রোস্ না বিব্রত,
ফেলিয়ে কাঞ্চন, ওরে অবোধ মন, শূন্যাঞ্চলে গ্রন্থি কেন দিবে।

খাম্বাজ—একতালা।

এমন-মানব-দেহ সোণার-রাজ্যে মন বেটা রাজা।
বেটা রাজার মত কাজ করে না,
কেবল পাঁচ ইয়ার নিয়ে করে মজা!
গায়ে নাইক বলের লেশ,
বসে আশার বালিস দিয়া ঠেস্,
ছারেখারে দিলে দেশ ফুঁকে ফুঁকে বিষয়-গাঁজা।
ব্যাটা এসে বুড়ো হ'ল,
স্বভাব তবু না ছাড়িল,
প্রবৃত্তি-নর্ত্তকী আজো তার সভায় নাচে হুল্‌য়ে মাজা।
কামনা-কামিনী ল'য়ে,
থাকে হৃদয়-মন্দিরে শুয়ে,
অভিমান-মদিরা পিয়ে, কেবল টলে হয় না সোজা।
রাগটা ব্যাটার প্রধান সহায়,
সব কাজে তাহারে পাঠায়,
কিন্তু যে কাজেতে সেই ব্যাটা যায়,
উড়ে পরাজয়ের ধ্বজা।
বিবেক নামে মন্ত্রী প্রধান,
ব্যাটা তার কথাতে দেয় নাক' কান,
বার বার হ'য়ে অপমান, ক্রমে মন্ত্রী হ'লেন টেঁপাগোঁজা।
রাজ্যে ব্যাটার ধর্ম্মাধর্ম্ম,
করে জমাদারী কর্ম্ম,
থাকে খিড়্‌কি দোরে লুকিয়ে ধর্ম্ম,
রাখে অধর্ম্মসিং সিংদরজা।

খাজনা কভু শোধ যাবে না,
তসিল্ করে উস্যুল বিনা,
কড়া ক্রান্তি ছাড় দেবে না, মানে নাক' শুকো হাজা।
হিংসাদি ছটা তস্করে,
ব্যাটার রাজ্যে দিনে চুরি করে,
সে মোহ-আফিমের ঘোরে, দিনেক তাদের দেয় না সাজা।
রাজ্যে নাইক' আইনজারি
সেথা যম-ডাকাতের জুলুম ভারি,
তারে ভাল লাগে কালের ভেরী, কেবল বলে 'বাজা বাজা'।
ব্যাটা রাজার মত রাজা হ'ত,
দুর্গা-নামের প্রাচীর দিত,
তবে কি আর আস্‌ত ডাকাত
থাক্‌তো মুক্তিধনে ভাঁড়ার বোজা।

রাজবিজয়—ঢিমাতেতালা।

ছাড়বোনা তারিণি যাব শান্তিময় তোর খাস্ তালুকে।
যম-রাজার বড় অত্যাচার রব না আর তার মুলুকে।
চৌদ্দপো ভূঁই দেছে ব্যাটা,
তার আবার মা ঠিকে পাটা,
মিয়াদ না যেতেই লাগায় ল্যাঠা, ছাড়্ ছাড়্ বলে সদাই হাঁকে।
ব্যাটার খাজনা আদায়ের বড়ই কায়দা,
রোজ রোজ দোরে বসায় প্যায়দা,
তারা কথা কইতে দেয় না জ্যায়দা, আও আও ব'লে কেবল ডাকে

এই স্বল্প মাত্র জমি করি,
প্রাণপণে দি মালগুজারি,
তবু জরার লাটবন্দী এলে, অম্নি ব্যাটা নিলাম ঠোকে।
এবার জমি কাড়লে শমন,
তোর কাছে মা কর্‌বো গমন,
দেখ্‌বো ব্রহ্মময়ী কেমন, তোর রাজ্যে লোক সুখে থাকে।
আমার নাই কিছু মা দিতে কর,
ব্রাহ্মণ আমি চাই ব্রহ্মোত্তর,
আমার সভক্তি প্রণতি ধর্ মা এই সেলামি দিলাম তোকে।

আশাভৈরবী—যৎ।

জীবন-প্রদীপ শিবে কত বার আর জ্বলিবে।
কত বার আর জ্বলিবে মা কত বার আর নিভিবে।
কৌমার যৌবন জরা, ত্রিবর্ত্তি জ্বালায়ে তারা,
হইয়া আধারহারা, কতবার আর ফুরাবে।
হ'য়ে রোগ-শোক-বাতাহত, হেলিয়া তুলিয়া কত,
কাল-অনিল-স্রোতে, কত বার ডুবিবে।
কামাদি পতঙ্গ প্রায়, ঝাঁপ দিয়া সে শিখায়,
বাসনার তৈলে হায় কত কুবাস দিবে।
বর্ত্তি হ'লে শেষ প্রায়, মিটিমিটি জ্বলি হায়,
আশার শলাকাঘাত কত বার আর সহিবে।
কি করিলে বল কালি, ও চরণ-অংশুমালি-
কিরণে এ ক্ষীণালোক একেবারে মিলিবে।

বিভাস—আড়াঠেকা।

কুমার সম্ভব।

নারদ কৃত হিমাদ্রি সঙ্গীত।

রাজরাজেশ্বর গিরিবর তুমি হে ধরায়।
তব সম ভাগ্যবান্ না হেরি কোথায়।
বিশাল শাল তব বাহু প্রকাণ্ড,
উন্নত দেবদারু শাসনদণ্ড,
তোমার দুয়ারে কেশরী জাগে প্রহরীর প্রায়।
শুভ্র বসন তব বিশদ তুষার,
তরল সরিৎধারা বক্ষের হার,
সুবর্ণকিরীট রবি শিরে শোভা পায়।
নাচে তব সভাতলে ময়ূর ময়ূরী,
যোগায় কুরঙ্গ নিজে সুরভি কস্তূরী,
চমরী কিঙ্করীভাবে চামর ঢুলায়।
ঐশ্বর্য্যের সীমা তব কে করিতে পারে,
বিবিধ রতনরাজি তব কোষাগারে,
তব রাজ্যে নাই রজনী ওষধি প্রভায়।
পবিত্র হইয়া মাখি হরিপদধূলী,
তরঙ্গে দোলায়ে অঙ্গ মৃদু তান তুলি,
তোমার গৌরব গঙ্গা দেশে দেশে গায়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তারকাসুরের বিজয়োৎসবে নাগরিকগণ।

আজু দৈত্যপুরী. ফুলসাজ পরি,
হাসত ত্রিদশে উপহাস করি।
গজবাজিগণ, মিলিতাস্তরণ,
ছোড়ত গরজন গগন ভরি।
শ্বেত নীল রকত, পীত পতাকা কত,
উড়ত পতপত নভ আবরি।
মৃদঙ্গ করতল, তাল তরল কৃত,
খেলত সঙ্গীত-স্বর-লহরী।
উজল বরণ, কত কাঞ্চন-তোরণ,
রাজিত আজু নগরী।
জনু দৈত্যকুলেশ্বরী, শোভত সুন্দরী,
হেমহার হিয়ামাঝ ধরি।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

তারকাসুরের বিজয়োৎসবে নর্ত্তকীগণ

আমরা সবাই লো সই সাধের শতদল, স্বভাব কোমল।
ভুল ক'রে কূল ছেড়ে দিয়ে, জলে খুঁজি থল।
জীবন-তরঙ্গে দুলে, কাল্ কি হবে যাই লো ভুলে,
সোহাগ পেলে আমি ঢেলে দিই পরিমল।
মোদের মধুলোভে অলি জুটে, অনিল সৌরভ লুটে,
রবির পরশে ফুটে, করি ঢল ঢল।

অধরে ধরে না হাসি, যারে তারে ভালবাসি,
প্রেম-সরসীর জলে ভাসি, পিয়াসে পাগল।
আদর-রৌদ্রের আশে, চেয়ে চেয়ে আকাশে,
অনাদর-শিশিরে শেষে শুখাই লো কেবল।

পরজ বাহার—আড়খেমটা।

নারদের ভবিষ্যদ্বাণী।

গিরি তোমার এ নন্দিনী।
নন্ সামান্যা কন্যা, ত্রিভুবনধন্যা, তারিণী ত্রিতাপ-হারিণী।
অমল-কমল যুগ্ম পদতল,
নিখিল মঙ্গল মুনির সম্বল,
হ'ল হে সফল, (আমার) নয়ন যুগল, হেরে মায়ের পা দুখানি।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
ভবে আবির্ভাব এ ভব-দারার,
হর-পতি সঙ্গে, মিলন প্রসঙ্গে, জনক বলেন তোমায় জননী।
সুপাত্র তাঁহার নিজে ত্রিলোচন,
করো না হে মায়ে অপাত্রে অর্পণ,
মন্ত্রপূত ঘৃত অনল উচিত, ভবের উচিত ভবানী।

খাম্বাজ—একতালা।

বালিকা উমার লীলা সঙ্গীত।

খেল্‌বি যদি আমার সাথে আয় লো সব সখী মেলি।
খেলায় আমার নাইক হেলা আমি একাই কত খেলা খেলি।

তোরা একটু খেলেই যাস্ ঘুমুতে.
আমি খেলি দিনে রেতে,
সময় পাইনা চুল বাঁধিতে. এলোচুলে সদাই খেলি ।
দলে দলে কর্‌বি খেলা,
দেখবো আমি সবার খেলা,
শেষ না হতে আমার খেলা তোরা যাবি চ'লে বেলাবেলি ।
খেলাঘর যা যাবি ছেড়ে,
নূতন ক'রে রাখ্‌ব গ'ড়ে.
আবার এসে ধাঁধাঁয় প'ড়ে. অবাক্ হয়ে চাইবি খালি ।

খট্ ভৈরবী—যৎ ।

উমা সম্বন্ধে হিমালয়ের মন্তব্য ।

রাণি, কি বলিব তোমা ।
মোদের এ উমা, রূপে কনক প্রতিমা,
মায়ের গুণেরো নাহিক সীমা ।
নারদ আমারে বলেন সম্প্রতি,
দাক্ষায়ণী সতী মোদের পার্ব্বতী,
ত্রিজগৎপতি হর তাঁর পতি, কে কুমারী উমা সমা ।
সাবিত্রী যেমন সবিতার করে,
তুলসী যেমন শালগ্রাম-শিরে,
তেমতি উমারে দিতে হবে হরে, উমা হরমনোরমা ।

সিন্ধু—একতালা ।

শিব সমীপে শক্তি প্রেরণ।

গৌরি ! পূজ কৃত্তিবাসে।
এদেশে মোদের, আসিয়া মহেশ, বসেছেন যোগাবেশে।
গঙ্গানীর সেথা বহিয়া তরঙ্গে,
সিঞ্চিত করিছে দেবদারু অঙ্গে,
কিন্নর সকলে, গায় কুতূহলে,
সমীরে কস্তূরী-সুবাস ভাসে।
চৌদিকে দীপ্ত করি হুতাশন,
মধ্যে বামদেব তপে নিমগন,
জগতের পিতা তপ-ফল-দাতা,
জানি না মা তপেন কি ফল আশে।

খাম্বাজ—একতালা।

পার্ব্বতীর শিবপূজার আয়োজন।

চল গো সজনি, দুজনে মিলিয়া, সেবিব প্রাণেশ মহেশে,
প্রাণের পিপাসা মিটিল গো আজি, প্রিয় সে পিতার আদেশে।
গঙ্গা-সলিলে ভরিয়ে কলস, ধুইব তপের বেদিকা—
কুসুম-সুবাসে তুষিব গিরিশে, গাঁথিয়া কুসুম-মালিকা,—
হোম-কাষ্ঠ কুশ করি আয়োজন, রাখিব দুজনে মিলিয়া,
রুদ্রাক্ষের মালা চাহিলে কপালী—দিব গো সে করে তুলিয়া
যখন তাঁহার যেই প্রয়োজন, যোগাব দুজনে যতনে,
শ্রম-বিনোদন হবে গো মোদের, হর-শির-শশধর কিরণে।

কীর্ত্তনের সুর।

ইন্দ্রের সভায় প্রবেশের সময় মদনের গান।

ফুল-ধনুতে গুণ দে' আমি বেড়াই ঘুরে ঘরে ঘরে,
আমার বাণে লোক মরে না, (কিন্তু) জ্ঞানহারা হয় প্রেমের জ্বরে
নর নারী আছে যত, সবাই হয় মোর শরাহত,
সংযোগীর নাই শঙ্কা তত, বিযোগী পড়ে ফাঁপরে।
মানি না আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাই আমার কাছে কর্ম্মাকর্ম্ম,
তপের বর্ম্ম জপের চর্ম্ম, ফুটাই বিষম কুসুম-শরে।
দেখি না আমি কুল শীল মান, আমি উচ্চ নীচ করি সমান,
আমার বাণে রাজ-রাণীর প্রাণ, কাঁদে গো রাখালের তরে।
অনুরাগ চরে প্রেরি, জীবের ধর্ম্ম-অর্থ দলন করি,
যেমন জলের জোর লহরী, ধাক্কা মারে উভয় তীরে।
শুক্র-গুরুর কাছে প'ড়ে, যে বসেছে নীতির গড়ে,
তার সে গড় ও ফুল-বাণে ফুঁড়ে,
তারে দি গো প্রীতির অধীন ক'রে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা

হর-তপোবনে অকালে বসন্তোদয়ের পর মদনের প্রতি বসন্তের উক্তি।

বস্‌য়েছি আজ হরের বনে বড়ই মজার প্রেমের বাজার,
চল সখা দেখ্‌বে চল সেথা হয় কি না হয় তোমার পসার।
বিরহীর প্রাণ ক'রে আকুল, গুণ্ গুণ্ কর্চ্চে ভ্রমরের কুল,
মল্লিকা মালতী বকুল, ফুটেছে ফুল হাজার হাজার।

মেজে গলা আমমুকুলে, কচ্চে কুহু কোকিলকুলে,
মানিনী তায় মানটী ভুলে', মিলায় সে কুহুতে উহুটী তার।
মৃগ ম'জে রঙ্গ রসে, মৃগীর গায়ে শৃঙ্গ ঘসে,
মৃগীর নয়ন বুজে আসে, সে সুখপরশে তার।
কমলসুগন্ধি বারি, করিণীর গায় দিচ্চে করী,
সোহাগে দেখায় কিন্নরী, কিন্নরে তার রূপের বাহার।
উত্তরা-রমণী-কোলে, অকালে তপন ঢলে,
তাই দুখে দক্ষিণা জ্বলে', ছাড়্‌তেছে শ্বাস মলয় হাওয়ার।
যোগীরাও মোর দমকভরে, চম্‌কেছিল ক্ষণেক তরে,
চমক্ পরে মনের জোরে, জম্‌কে আসন কল্লে আবার।
কুসুমস্তবক-স্তনী, বিনোদিনী লতা-ধনী,
কোমল শাখা-ভুজখানি, জড়ায় গলায় পাদপ-সখার।
আমমুকুলে রচি তব শর, দিয়েছি তায় পল্লবের পর,
বসায়ে তায় ভ্রমর-আঁখর, নাম লিখে রেখেছি তোমার।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

বসন্তে হরতপোবনে কিন্নর-সঙ্গীত।

সরস বসন্তে আজি কে বল ধৈরয ধরে।
গেল নীরস তাপসচিত প্রীতির পীযূষে ভ'রে।
ফুটিছে কুসুমকলি,
গুঞ্জরিছে কত অলি,
সোহাগ জাগাবে বলি, প্রেমিকে প্রেমিকা তরে।

তুলিয়া পঞ্চমে তান,
কোকিলকুল করে গান,
শুনি আকুল পরাণ, মানিনী মরমে মরে।
মলয় বহিয়া ধীরে,
দহে বিরহিণী রমণীরে,
সে অধীর নয়ননীরে, মুছিয়া রোধিতে নারে :
তুষার-ঘোমটা খুলে,
চায় প্রকৃতি-সতী মুখ তুলে,
তা' দেখি লতিকাকুল, ফুলহাস চাপিতে নারে।
(চারু আঁখি নত ক'রে কি ভাব তাপসবর) সুর

বসন্তোদয়ে চঞ্চল ভূতগণের গান।

মা আমাদের গেছে মারা, ভেক্ নিয়েছে বাবা ভেড়ে,
রাঁড়া গাছের তলায় প'ড়ে, আমাদের কপাল যে পোড়ে।
মার হৃদয় ছিল দয়ায় ভরা,
বাবার নয়ত তেমন ধারা,
আপ্‌নার ভাবে আপনিহারা, (বাবা) মোদের ভাবনা দেছে ছেড়ে
মোদের যৌবনের ফুল উঠ্‌ল ফুটে,
বাবার দৃষ্টি নাইক' মোটে,
আট্‌কা কি যায় টাট্‌কা মধু, ছিট্‌কে পড়ে পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে।
মা আমাদের থাক্‌লে বেঁচে,
কত পেত্নী-পত্নী আস্‌ত যেচে,
প্রাণ-তরীর পাল নাম্‌য়ে নীচে, প্রেমের ঘাটে যেতাম ভিড়ে।

ছ্যাপ্‌লামিটা যেতাম ভুলে,'
খুঁজ্‌তাম না আর সাঁজ সকালে,
কোন্‌ কুলের বৌ এলোচুলে, কাপড় কাচে পুকুরপাড়ে।

খট্‌-ভৈরবী—যৎ

সমাধি-শান্তিরক্ষা।

চঞ্চল প্রমথকুল ছাড় কোলাহল রে।
ধ্যানাচল মহাকাল কালানল-ভাল রে।
গুঞ্জে না যেন রে ভৃঙ্গ, কূজে না যেন বিহঙ্গ,
নাহি ভুঞ্জে ধ্যানভঙ্গ গঙ্গা-জটাজাল রে।
বার রে পত্রমর্ম্মর, বার কুরঙ্গসঞ্চার,
ব্রহ্মালোক-পুলক-ধীর ব্রহ্মানিখিলপাল রে।
ময়ূরনর্ত্তনরঙ্গ, রোধ তটিনীতরঙ্গ,
বিটপঅঙ্গে না করে সঙ্গ অনিলতরলতাল রে।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সমাহিত শঙ্কর।

ও কি ভৈরব রূপ, রূপ হেরে ভয় হয় মনে।
কালের কাল ঐ মহাকাল, ব'সে বিকট বেশে বীরাসনে।
অজিনে আবৃত অঙ্গ, দৃষ্টিতে নাহি ভ্রূভঙ্গ,
নীল গলদেশরঙ্গ, কুটিল-কালকূটপানে।

অর্দ্ধইন্দু ভালে উদয়, জটাজালে ভুজঙ্গচয়,
স্তিমিতোগ্র তারাত্রয়, বিরাজিত ত্রিনয়নে।
নিস্তরঙ্গ যেমন সাগর, ঝটিকাগ্রে ঘনাড়ম্বর,
স্থিরতায় ভয়ঙ্কর, রোধি প্রাণায়ামে প্রাণে।

বাগেশ্রী— আড়াঠেকা।

শরসন্ধানে অকৃতকার্য্য মদনের প্রতি রতি।

চল ফিরে মাথার কিরে পার্ব্বেনা প্রাণধন।
শিবের সমাধিভঙ্গ অসাধ্য সাধন।
তুমি সুরাসুরজয়ী বটে,
সবে হার মানে তোমার নিকটে,
কিন্তু না জানি আজ ললাটে, কি ঘটায় পঞ্চানন।
তরু গুল্ম লতা ধূলী,
পবনে উড়ে হে বলি,
টলে কি তায় মহাবলী হিমাদ্রি কখন'।
লক্ষ্য করি শর তাঁয়,
হয়েছিলে মৃতপ্রায়,
খসিয়া পড়িল ধরায়, কর হ'তে শরাসন।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

উমাকে আসিতে দেখিয়া আশ্বস্ত মদন।

আর নই রে অবশ হয় যে সাহস, কাঁপে না প্রাণ ঘোর তরাসে।
ঐ আস্‌চে উমা মনোরমা, সেজে ফুলের সাজে হেসে হেসে।
তপোবন করেছে আলা, গিরিবালা বিনোদ বেশে,
গলায় দোলে অশোকমালা, বকুলমালা চাঁচর কেশে।
আবার দ্বিগুণ জোরে কুসুমশরে, বিঁধ্‌বো রে ঐ হর যোগেশে,
চ'টেম'টে উঠ্‌লে জ'টে, জড়িয়ে যাবে রূপের ফাঁসে।
সাপ্‌টা টানে ভাঙলে এ চাপ, উমার ভ্রূচাপে কাজ চল্‌বে শেষে,
ছিঁড়লে ছিলে অপর ছিলে, মিল্‌বে উমার জঘনদেশে।

খাম্বাজ—কাশ্মিরীখেমটা।

মদন-দহনোদ্যত হরের প্রতি দেবগণ।

সম্বর স্মরহর-রোষ।
শিব আশুতোষ মহেশ্বর।
ভব ভক্তাধীন শূলপাণি ভূত-ভাবন ভবেশ।
ভুজগ-ভূষণ রজততনুধর ভীম বৃষভ-বাহন,
জীবে কৃপা কর কৃপাসিন্ধো,
সতীউমাপতি যতীশ।
ভাল-লোচন তব ত্রিলোচন কাল অনল ঢালিছে
ভূমি জলধিজল ব্যোম রসাতল তীব্র তাপন তাপিছে
কার সাধ্য চন্দ্রশেখর বহ্নি-বেদন বারিবে
অকাল-প্রলয় না কর শঙ্কর গরলগঙ্গাধর সুরেশ।

হাম্বির-তেওরা।

মদনদহনের পর বসন্তের প্রতি রতির উক্তি।

সাজিয়ে দাও আমারে চিতা. আর আমি প্রাণ রাখ্‌বো না।
বৈধব্য নারীর ঘোর ব্যথা, কোন ব্যথা আর তার তুলনা।
সবাই আপন সুখে সুখী,
কেহ নয় তার দুখে দুখী,
সে আপনার মুখ আপনি দেখে,
তার মলিন মুখ কেউ দেখে না।
বিধবার জীবন ঊষর,
নিরাশা-মরু ধূসর,
সংসারে তার নাই দোসর, সুসার তার কেউ ভাবে না।
হারায়ে জীবনধনে,
পুড়বো কত মর্ম্মাগুনে,
তাই বলি চিতার আগুনে, এ তনু আহুতি দি না।
চাই বটে পুড়্‌তে আগুনে,
সন্দেহ হতেছে মনে,
অসার বিধবার তনু আগুনে পুড়িবে কি না।

বেহাগ—আড়াঠেকা

মরণোদ্যতা রতির প্রতি দৈববাণী।

ম'রোনা ম'রোনা রতি তোমার কাম ম'রে অমর হয়েছে,
পরের জন্য দেয় যে জীবন তার কি আবার মরণ আছে।
গ্রহগণ যাঁর আজ্ঞায়, শূন্যেতে ঘুরিয়া বেড়ায়,
মদন তোমার তাঁর ইচ্ছায়, তাঁরি দেহে লুকায়েছে।

তাঁর ইচ্ছা হইবে যখন, আবার দেহ পাবে মদন,
ক'রোনা ক'রোনা রোদন, তোমার বেদনার যে সীমা আছে।
মিলন-বরষা-কালে, তোমার প্রেম-নদী উঠ্‌বে উথলে,
বিরহ-তপনানলে, এখন যদি শুখায়েছে।

খট্‌-ভৈরবী—ঝৎ।

রূপের অসারতা।

রূপে কিরূপে ভোলাব হরে।
বিশ্বরূপের কাছে লো সই আমার সামান্য রূপ কি করে।
জলধি কি ভুলে কূপে, অচল ধূলীর স্তূপে,
তপন কি ভুলে দীপে, প্রভঞ্জন ফুৎকারে।
বাসনাকলুষান্তরে, ধুয়ে ভক্তি-গঙ্গানীরে
প্রেম-স্বর্ণাসন পাতলে পরে, তবেই হর বস্‌তে পারে।
মন্ত্র যদি হয় নিবৃত্তি, বলি যদি হয় প্রবৃত্তি,
দক্ষিণা হয় অহংবৃত্তি, তবেই পাই সে বিশ্বেশ্বরে।

আসাবরী—মধ্যমান

ব্রহ্মচারী হরের ব্রহ্মগীতি।

জয় জ্যোতির্ম্ময় সত্যসনাতন পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
তোমারি আলোকে পাইছে আলোক ভূলোক-দ্যুলোকবাসী
বিশাল বিশ্বের তুমি হে ভূপ,
তুমি হে প্রাণ তুমি হে রূপ,
তুমিই আপনি তোমার স্বরূপ, চিন্ময় স্বপ্রকাশী।

তাপস-মানসআকাশ মাঝারে,
তুমি হে তপন তামসনাশী,
বেদ-অবিদিত তোমার মহিমা, জ্ঞান-গরিমাগ্রাসী।

ভৈরব—পটতাল

তপস্বিনী উমার প্রতি ব্রহ্মচারী হরের উক্তি।

কমলকলিকা জিনিয়া বালিকা কেন গো হইলে সন্ন্যাসিনী।
কি জ্বালা তোমারে কে দিল গো বালা,
বলনা বলনা বলনা শুনি।
নবীন যৌবনে ত্যজি অলঙ্কার,
সাজেনা বাকল পিন্ধন তোমার,
প্রদোষে সাজে কি ত্যজি তারাহার, অরুণ-কিরণে রজনী-রাণী।
প্রবল পিতার যতনের ধন,
যাতনা তোমারে দিবে কোন জন,
কার সাধ্য করে কর-প্রসারণ, ফণীর মাথায় ধরিতে মণি।
স্বরগের তরে যদি আকিঞ্চন,
তা হলেও তপ হ'ল অকারণ,
স্বরগ তোমার পিতার ভবন, আবার স্বরগ কোথা না জানি।
মনোমত পতি পেতে যদি মন,
তা হলেও তপে নাহি প্রয়োজন,
গ্রাহক যে জন খোঁজে সে রতন, রতন গ্রাহকে খোঁজে না ধনি

এ কি গো এ কি গো এ কথা শ্রবণে,
শ্বাস যে তোমার বহিল সঘনে,
তবে কি সত্যই প্রেম-হুতাশনে, দহে ও কোমল হৃদয়খানি।

খাম্বাজ—একতালা।

তপস্বিনী উমার প্রতি ব্রহ্মচারী হরের শিবনিন্দাসূচক উক্তি।

পাগ্‌লা ভোলা জ'টে।
তারে বিয়ে কল্লে পরে বিনোদিনি
তুমি পড়্‌বে গো বড় বিভ্রাটে।
লক্ষ্মীছাড়া সে শূলপাণি, হলে পরে তার ঘরণী,
বুড়ো ষাঁড়ে চড়্‌তে হবে চাঁদবদনি,
তোমার প্রাণ যাবে গো সিদ্ধি ঘুঁটে।
হতভাগা ভূতের বাপ,
তার গলায় ঝোলে কতই সাপ,
আলিঙ্গনে পাইলে চাপ, এ কি রে পাপ,
তারা কাম্‌ড়াবে ঐ রাঙা ঠোঁটে।
যেথা সেথা বাঘছাল পেতে,
থাকবে ব'সে হর হাবাতে,
খেটে মর'বে দিনে রেতে, তুমি অভাগি,
ভূত নাচায়ে ভবের হাটে।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক শিবনিন্দা।

ছি ছি ছি উমে ছি ছি ছি।
হাড়পেকেটার বস্‌বে বামে, হ’য়ে রাজার ঝি।
বুদ্ধি তোমার বড় কাঁচা,
দেবে খেজুর-চ্যাটায় জরি সাঁচা,
সোণার খাঁচায় পূর্‌বে প্যাঁচা, লোকে বল্‌বে কি।
কথাটা বড় শক্ত,
হবে চাষার ভাগ্যে রাজ-তক্ত,
কুঁজোর গলায় গজমুক্ত, ভস্মে গাওয়া ঘি।
হয় হবে তোমার স্বস্তি,
আতুরে নিয়মো নাস্তি,
কিন্তু পিতার হবে বড় শাস্তি, অখ্যাতি ঢি ঢি।

পরজ বাহার—আড়াঠেকা।

পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শিবের গুণ বর্ণন।

শিব ব্রহ্ম সনাতন নিরঞ্জন নির্ব্বিকার।
জ্ঞানাতীত তাঁর তত্ত্বে উন্মত্তের কি অধিকার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ-ফল-বৃক্ষ,
বিরূপাক্ষ যার লক্ষ্য, অক্ষয় যে সুখ তার।
শিব শিব শিব নাম, অনন্ত শান্তির ধাম,
জীব হয় আত্মারাম, ভজি শিব সারাৎসার।

শিব, ভব, মৃড়, হর, চন্দ্রচূড়, গঙ্গাধর,
বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর, শম্ভু ভবকর্ণধার।
কভু ভূষণে ভাস্বর, কভু হর দিগম্বর,
কভু বা ভুজঙ্গধর, কে নির্ণিবে রূপ তাঁর।

আলাহিয়া—ঝাঁপতাল

পুনর্ব্বার ব্রহ্মচারীর শিবনিন্দার উপক্রমে উমার উক্তি।

আবার যে ঐ ব্রহ্মচারী ঠোঁট দুটি কাঁপায়।
এখনো কি হয় নি সখি তার শিবনিন্দা সায়।
কোথাকার এ বিট্‌লে বামন,
আমার প্রাণেশ্বরে কয় কুবচন,
সে বাক্য বাণের মতন বিঁধে গো আমায়।
যাই গো অন্যত্রে আমি রব না হেথায়,
দক্ষযজ্ঞকাণ্ড বুঝি আবার এ ভণ্ড ঘটায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

মূর্ত্তিমান হর কর্ত্তৃক পার্ব্বতীর গতিরোধ।

কোথা যাবে শৈলসুতে।
তপে কেনা কিঙ্কর, আমি গো তোমার হর,
এসেছি ক'রে আদর, তোমায় বরিতে।

বেগভরে চঞ্চল খসিল বুকের বাকল,
কোথা যাবে বল বল, আমি দিব না যেতে।
তরঙ্গিনী বেগবতী, রোষেতে হইলে সতি,
আমি অচল মূরতি. এই দাঁড়ানু পথে।

সাহানা—পঞ্চম সওয়ারী।

শিব বিবাহের ঘটক সপ্তর্ষিগণের হিমালয়ের প্রতি।

ভবের ভাবনা এবে ঘেরেছে শিবে।
যোগভঙ্গে পশুপতি, সমুদিত-পূর্ব্বস্মৃতি,
অতি বিষাদিত-মতি সতীঅভাবে।
তাই তোমার পুরেতে মোরা এসেছি সবে,
তোমার এ উমাধন, শিবের সতীরতন,
কর তাই হে সমর্পণ, ভবানী ভবে।
নিশ্চেষ্ট ছিলেন হর, হ'ল অমরে অনিষ্ট ঘোর,
পশিল স্বরগপুরে দুষ্ট দানবে ;
হলে প্রকৃতিস্থ পরমেষ্ঠী, দূরে যাবে দেবরিষ্টি,
স্থাপিত হইবে সৃষ্টি, পুনঃ স্বভাবে।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

শিব বিবাহে বরযাত্রী ভূতগণের গান।

বাবার বিয়ে দিয়ে আবার চল রে মায়ে নিয়ে আসি।
মোদের একাদশী যাবে ছেড়ে পারণা দিলে সে ষোড়শী

বাবা ব্যাটা দৃষ্টিকৃপণ,
উদর ভ'রে দেয় না ভোজন,
ক'রে রোদন বল্লে বেদন, ব্যথা পাবেন সে ভবেশী।
বাবা ব্যাটা সদা বিরক্ত,
মোদের ভোজন দিতে হয় ত্যক্ত,
ব্যাটার শক্ত মুটো হবে মুক্ত, মুখ ঘুরুলে মুক্তকেশী।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

রূপে অলঙ্কারের মলিনতা।

কি দিয়ে সাজাব উমায়।
আনিনু যতনে যত আভরণ, হয় যে নিষ্প্রভ উমার প্রভায়।
কণ্ঠে দিতে তাঁর সুবর্ণের হার,
সুবর্ণের হয় বিবর্ণতা সার,
অঙ্গারবিকার সাধ্য কি হীরার, উমার সুষমা তিলেক বাড়ায়।
শুক্তিকাপ্রসূত মৌক্তিক সকলে,
ডুবিয়া রহিল সে লাবণ্যজলে,
মণির কিরণ হ'ল না স্ফুরণ, তারাহার যেন উষার গলায়।
স্বভাবসুন্দরী উমা মনোহরা,
কাজ কি রে তাঁর বেশভূষা করা,
বাঞ্ছি সুমঙ্গল, রঞ্জিব কেবল, অঞ্জনে খঞ্জন-নয়নতারায়।

রামকেলী—ঢিমেতেতালা

উমার বিবাহে নরস্থন্দর-বধূর গান।

সাধের আল্‌তা পর্‌বে কে গো এস চাঁদমুখি।
অবশ পতি হবে গো বশ ঠিক যেন পোষা পাখী।
চাম্ তুলে ঝামা ঘ'সে,
পা রাঙালে আল্‌তা রসে,
পতি এসে হেসে হেসে, বল্‌বে পা দেখি কি মুখ দেখি।
রাঙা আল্‌তা দেখ্‌লে পায়ে,
বৃদ্ধপতি খুসী হ'য়ে,
বল্‌বে ও পদপল্লব প্রিয়ে, দেও তুলে মাথায় রাখি।

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

পরিণীত হরগৌরীর প্রতি ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ।

সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিনি।
অশক্ত কর মা স্থরে হয়ে স্থপুত্র-জননী।
হর-হৃদয়বারিধি, প্রেম-পবিত্রনদী,
হয়ে বহ নিরবধি, ও গিরীন্দ্রনন্দিনি।
নিরুপমা তব স্থষমা, ওগো উমে মনোরমা,
স্থষমার স্থষমা তুমি ভুবনমোহিনি।
সে পুণ্য স্থষমাগুণে, বাঁধ মা দৃঢ় বন্ধনে,
প্রাণপতি পঞ্চাননে, পঞ্চভূতপ্রসবিনি।
আশুতোষ তব হিয়া, তুষিতে আশীষ দিয়া,
বাচস্পতি হয়ে আমি, না পাই খুঁজিয়া বাণী।

শুক্লবেলাবলী—স্থর ফাঁকতাল।

মানভঞ্জন ।

বাঞ্ছা যদি আছে তরিতে দুস্তর ভবের সাগরে ।
ভজ গোবিন্দ পদারবিন্দ সতত হৃদয়কন্দরে ।
তাঁহার করুণা-বরুণালয়ে, যে জন আছে মগন হয়ে,
মরণে সে জন ডরে না কখন', শমনে শাসন সে করে ।
দিয়াছেন যিনি ইন্দ্রত্ব ইন্দ্রে, ঘোষে যাঁর নাম জীমূতমন্দ্রে,
সেই কমলা-নয়নচকোর-চন্দ্রে, থেক' না থেক' না বিস্মরে ।
পাশরি বিষয়বাসনা সব, সতত বদনে কর রে রব,
রাম রাঘব কৃষ্ণ কেশব, কংসারে হরে মুরারে ।

ললিত—দ্রুত ত্রিতালী ।

অখিল-ভবভয়-ভঞ্জন, জনরঞ্জন, নিরঞ্জন,
হরি ভক্তাধীন বনমালী কালিয়-বিষধর-গঞ্জন ।
স্নিগ্ধ-মধুর-জলদসুন্দর, নীলনলিন-লোচন
অজ্ঞান-অন্ধতা ঘুচাও আমার, দিয়া হে জ্ঞানের অঞ্জন ।
ভুবনসৃজনে হও হে আপনি বিরিঞ্চি পদ্মযোনি,
সংসারপালনে তুমি নারায়ণ সংহারে শূলপাণি,
শ্রীপদ হইতে বঞ্চিত আমারে, ক'রো না হে হরি কখন',
মানসে আমার সদা কর বাস মুনিজনমনোরঞ্জন ।

ভৈরব—তেওরা ।

প্রেম অতুলিতধন, নিগূঢ় রতন।
প্রেমের পরশে পূত এ তিন ভুবন।
রাধা বিনোদিনীর প্রেম. নিকষে কষিত হেম,
প্রেমভিখারি ধরেন হরি রাধার চরণ।
যাঁর পদে উদ্ভূত গঙ্গা, কলির কলুষভঙ্গা,
প্রমদার পদানত সে হরি এখন।
নারীর পায়ে ধরা তাঁর কেবলমাত্র ছল,
দেখান সে ছলে শুধু প্রেমের কত বল,
চলেছে যে বিশ্ব যন্ত্র, প্রেম তাহে মূলমন্ত্র,
প্রেমতন্ত্র বিনা তাহা কে করে বন্ধন।
দেখ আকাশে বাতাসে কত প্রেমআলিঙ্গন,
মৃত্তিকায় করে জল জলের চুম্বন,
অনিলে সলিলকণা, অনল অনিল বিনা
জ্বলে না, বহেনা বায়ু বিনা হুতাশন.
প্রেমে দ্রব হয় শিলা প্রেমে প্রসন্নসলিলা
জাহ্নবী সাগর সঙ্গে মিশিছে কেমন।
যোগীর হৃদয়ে প্রেম প্রণব-ঝঙ্কার,
মাধব-মুরলী-ধ্বনি হৃদে গোপিকার,
জীবে জ্ঞান, আনুরক্তি, জড়ে সহযোগ-আসক্তি,
বিশ্বতত্ত্বে মূলশক্তি, প্রেমই সনাতন।

বাহার—আড়াঠেকা

ছি ছি লাজে ম'রে যাই, আ মর রাধে কি করিলি।
তোর নবযৌবন-রতনমালা
সেই কাল-পেঁচাটার গলায় দিলি।
গোধন চরায় বনে বনে,
প্রেমের কথা সে কি জানে,
কেমনে তোর সইল প্রাণে, কাণার হাতে মাণিক দিলি।
কেমন তুই অল্লেয়ে মেয়ে,
বস্‌লি লাজের মাথা খেয়ে,
ময়না শালিক উড়িয়ে দিয়ে, সোণার দাঁড়ে কাগ্‌ বসালি।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

সখি, কালাচাঁদ কালো কি আমার।
সে যদি হয় লো কালো, ভাল কি আছে লো আর।
সে কালো কেমন কাল, কেমনে তা বলি বল,
যে রূপে ভুবন আলো, তুলনা কি দিব তার।
হেরিলে সে কালশশী, অমিয়া-সাগরে ভাসি,
সে রূপ নয়নে পশি হরে লো মনের আঁধার।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ

রাধে, কল্লি লো সব মাটী।
চোরে কামারে নাইকো দেখা, সিঁধ্ বনেতে কাটী।
তোর কেবলি কৃষ্ণকথা,
কিন্তু তুই বা কোথা কৃষ্ণ কোথা,
মাথা নাই তার মাথাব্যথা, কেবল কান্নাহাটি।
আকাশে পাতিয়ে ফাঁদ,
ধত্তে চেয়েছিলি চাঁদ,
কিন্তু চাঁদ পালাল, লাভটী হ'ল, কলঙ্কটি খাঁটি।

ভৈরবী—খেমটা।

সজনি প্রিয়বাদিনি, আমি কি তায় লাজ গণি।
জন্মে জন্মে হই যেন গো, আমি কৃষ্ণ-কলঙ্কিণী।
যদি মোর সে নাম রটে, সে তো মোর সুখের বটে,
পরম সৌভাগ্যে ঘটে তৃষ্ণা কৃষ্ণানুসারিণী।
বিদারি বাসনা-শিলা, যেন প্রসন্নসলিলা,
হৃদে বহে সদা মোর, কৃষ্ণপ্রেম-মন্দাকিনী।

পরাজিকা—আড়াঠেকা।

দূতি, আর সহে না!
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-যাতনা।
দয়া করি সহচরি, আন মোর প্রাণের হরি,
বিনা সেই বংশীধারী, কি আছে মোর বল না।

কুল শীল সব গেল, ধরম করম গেল,
পাঁচে পঞ্চ না মিশিল, কেবল অসার আশার বঞ্চনা।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান

বল্‌চ যদি আন্‌বো তোমার সে চিকণকালা।
কিন্তু মিলন হইতে ভাল কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জ্বালা।
যত দিন না পাবে কৃষ্ণ, মুখে বল্‌বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ,
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ, হবে কৃষ্ণনাম জপমালা।
কৃষ্ণলাভ হ'লে সখি সব তো ফুরাল,
(তাই বলি) কৃষ্ণলাভ হ'তে কৃষ্ণের নাম জপা ভাল,
(জীব) কৃষ্ণলাভে হয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণের যে সুখ জানেন কৃষ্ণ,
নামটি তাঁর বড় মিষ্ট, সুধা- সাগ-র ঢালা।

পিলু—আড়খেমটা

ভেবোনা ভেবোনা রাধে পাবে মাধবে,
কত আর বঁধু তোমা ভুলিয়া র'বে।
যদি সে শঠশেখর না এল এবে,
সময়ে আসিবে বল কি হবে ভেবে।
স্বভাব মোহনভাব ভুলে কি কবে,
চিরকাল এ ভাব স্বভাবে হবে।
মধুর মধুযামিনী কতবার হবে,
কতবার উদিবে বিধু নীল নভে।

মাধবি-মুকুলে অলি মধু চুমিবে,
(কত) কাকলি কোকিলকুল ঢালিবে।
মলয়-অনিলে লতা কত দুলিবে,
মধুভরে ঢল্ ঢল্ ফুল হাসিবে।

বসন্ত—আড়াঠেকা।

এ কি ব্যাভার তোমার হরি, বিচার বোঝা যায় না।
যে তোমায় মন দিয়েচে প্রাণ দিয়েচে, তোমায় কেন পায় না।
শ্রীরাধার সর্ব্বস্ব খেয়ে, অনায়াসে তায় ভুলিয়ে,
অপরের মন রাখ্‌চ গিয়ে, পেয়ে মিষ্টিকথার বায়না।
লয়ে ছাঁদনদড়ী পাঁচনবাড়ী, বেড়াও ব্রজের বাড়ী বাড়ী,
দেও তারি দোরে গড়াগড়ী, যে তোমারে চায় না।
অন্তর্যামী এই ভবে, তোমারে বলে হে সবে,
শ্রীরাধার অন্তরে তবে, দৃষ্টি কেন যায় না।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমি প্রেমের প্রেমিক, প্রেমের বণিক,
প্রেমি আমার ব্যবসায়।
প্রেম-পশরা মাথায় ক’রে
বেড়াই গো পাড়ায় পাড়ায়।
প্রেমপণে প্রেম কিনি বেচি,
প্রেমেই মরি প্রেমেই বাঁচি,
আমার প্রেমটী বড়ই সাঁচি,
তাইতে সে প্রেম সবাই চায়।

কিন্তু সকলেই চায় সস্তা খেতে,
উচিত মূল্য চায় না দিতে,
রাধার কাছে প্রেম বেচিতে,
আমার, আসল উঠে লাভ দাঁড়ায়।

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

কমলিনি গো ভাল ক'রে রে'খ মধু,
আসিবে কাল তোমার অলিবঁধু।
অলি আসিবে ক্ষুধায়, সুধার আশায়,
দেখো ফিরে নাহি যায়, শুধু শুধু।
আদরে তুষিবে, মধুর ভাষিবে,
সহাস রাখিবে মুখবিধু।

সিন্ধুখাম্বাজ—একতালা।

গাঁথ সখি মনোরঞ্জন মালা।
কুঞ্জে আসিবে আজ সে চিকণকালা।
জাতি যুথী মল্লিকা মালতী চামেলী,
টগর অপরাজিতা বকুল কৃষ্ণকেলি,
আন সহচরি কদম্বমঞ্জরী,
কুমুদিনী যামিনীকুন্তললোলা।

করবী কুরুবক কেতকী কুন্দ,
গন্ধরাজ তরুলতা পারুল অরবিন্দ,
কোমল পাটল আন লো সখিদল,
কমলিনী কামিনী সৌরভশীলা।
শেফালিকা সূর্য্যমুখী নব কর্ণিকার,
গোলাব রজনীগন্ধা শ্বেত-সিন্ধুবার,
আন নাগেশ্বর, কেশর সুন্দর,
অশোক কিংশুক চম্পক বেলা।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

আয় সজনি সজাগ থাকি।
পেয়েছি আভাস, চোর পীতবাস,
আজ মোর আবাসে আস্‌বে না কি।
অন্য চোর শুধু ধন হরি লয়,
এ যে হরে মন প্রাণ সমুদয়.
দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহীর গৃহ হরে,
পথে বসে গৃহী, ঝরে আঁখি।
কুহকের তার অন্ত কেবা পায়,
জাগ্রতে সে মায়ামন্ত্রে ঘুম পাড়ায়,
বিনা ভক্তি-ডোরি চৈতন্য-প্রহরী,
পালাবে সে চোর দিয়ে ফাঁকি।

বেহাগ—একতালা

ধর্‌বো সেই কালিয়ে চোরে।
অনুরাগের রাগে চোখ রাঙায়ে বাঁধবো তায় প্রেমের ডোরে।
জ্ঞানের প্রদীপ রাখ্‌বো জ্বেলে মনের মন্দিরে,
নইলে আঁধার কাল, চোরও কাল, মিশ্‌বে আঁধার আঁধারে।
সে চুরি করা ব্যব্‌সা ধরেচে,
অনেক বার চুরি ক'রে দাগী হয়েচে,
এইবার ধরা পড়লে পরে, শক্ত সাজা চাই তারে।
তার নাম অন্তর্যামী, দায়রার আসামী,
তার বিচার তো কত্তে হেথা পার্ব্বো না আমি,
বন্দী ক'রে রেখে নজরে,
সশরীরে কর্ব্বো হাজির তোমার হুজুরে,
তুমি বিনা ওজরে, সরাসরি বিচারে,
দেও পুরে তায় যাবজ্জীবন হৃদয়-কারাগারে।
মাঝে মাঝে গুজন কত্তে হবে গো তারে,
শুক্‌য়ে না যায় ভোজন বিনা,
দিও ভজন-ভোজন ঠিক ক'রে।
সেটা গেঁটেগোঁটা চোর, গায়ে বড় জোর,
ব'সে খেলে বেগড়াতে পারে,
কর্ম্ম কিছু দেওয়া চাই তারে,
যেন মুক্তির সরকারী রাস্তা দুবেলা দুরমুস্ করে।

কলিঙ্গড়া—খেমটা।

কত আশা ক'রে বাসরে আজ,
বসেছেন রাই বিনোদিনী।
সরসে তপনআশে যেন নিশাশেষে নলিনী।
আসিবেন প্রাণ-গোবিন্দ, হেরিবেন মুখারবিন্দ,
দূরে যাবে নিরানন্দ, সেই আনন্দে উন্মাদিনী।
সখীরা বিবিধ ফুলে, গাঁথে মালা বৃন্ত খুলে,
কেহ বা চাঁচর চুলে, বিনায় বিনোদ বেণী।
মাখিয়া কুসুমগন্ধ, মলয় বহিছে মন্দ,
ঢালিছে সুধার ছন্দ, পিকবৃন্দ কূজনি।

কলিঙ্গড়া—যৎ।

আয় মালা যমুনায় ভাসাই।
যার জন্য যতনে, গাঁথিনু এ মালা,
এখনও তো সখি তার দেখা নাই।
ঐ দেখ না সখি শশী অস্তে গেল,
রজনী পোহাল, তপন উদিল,
কমল ফুটিল, কুমুদ মুদিল,
আর কি আস্‌বে কুঞ্জে প্রাণের কানাই।
কে রাখিল ধ'রি আমার প্রাণের হরি,
উহু মরি মরি, কি করি কি করি,
হেন ইচ্ছা করি, ওগো সহচরি,
ঝাঁপ দিয়া যমুনায় জীবন জুড়াই।

রামকেলী—কাওয়ালি

লোচনকজ্জ্বল অঞ্চলে চঞ্চল
মুছে ফেল সব সজনি।
বহুলে উজলভাতি জ্বালায়ে মোমের বাতী
নাশ লো আঁধাররজনী।
তমাল তরুর দলে মোড়িয়া মল্‌মলে
নীলিমা তাহার কর নাশ।
সোণার স্থতার জালে তরল তড়িৎ ভুলে
ঘের তাহে নীল কেশপাশ।
লোহিত প্রচক্ষু প'রি চা'বে আকাশের পানে
লোহিত দেখাবে নীলাকাশ।
নীলবাস পরিহরি উহু মরি হরি হরি
সখী সব পর পীতবাস।
নীল যমুনার জলে প্রচুর চন্দন গুলে
গঙ্গার তরঙ্গ দেহ তায়।
ত্যজি নীল কুবলয় পর সহচরীচয়
কোকনদ কোমল মালায়।
চির অভ্যাসের দোষে যে সব বিহগ ঘোষে
কৃষ্ণনাম, তাদের তাড়াও।
শাবকে তাদের ধরি সোণার পিঞ্জরে ভরি
রাধানাম যতনে শিখাও।

পীত পতাকায় সখি সোণার আঁখরে লিখি'
গোকুলে উড়াও রাধানাম,
কৃষ্ণের আছে বড়াই কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাই
আজ কৃষ্ণছাড়া কর ব্রজধাম।

ললিত ভৈরব—ঢিমেতেতালা

রাই রাজা আজ ব্রজপুরে।
কৃষ্ণঅত্যাচারে হইয়া কাতরা
কৃষ্ণত্যাগআজ্ঞা প্রচার করে।
বলে, কেউ যেন না পিয়ে যমুনার জল,
কেউ যেন না পরে নয়নে কাজল,
ক্ষীণপরিমল নীল শতদল
আদরে কুন্তলে কেউ না পরে।
নীল বসনে কেউ না ঢাকে অঙ্গ,
কেউ যেন না করে নীলমণির সঙ্গ,
নীলকান্তমণি যেন কোন ধনী
না ধরে হৃদয়ে সোহাগভরে।
দ্বিজ শরচ্চন্দ্র কর যোড়ি কয়,
এ আদেশ প্যারি উপযুক্ত নয়,
জীবন্তে বর্জ্জন করি কৃষ্ণধন
প্রাণান্তে ত্যজিবে কেমন ক'রে।

কীর্ত্তনের স্থর

কেমনে তুই তেজ্‌বি ধনি কাল।
তুই যদি বা তেজিস কাল,
তবু তোরে তেজ্‌বে না সে কাল।
কাল তোর নয়নের তারা, কাল কেশপাশ,
কাল যমুনার জল, কাল নীলাকাশ,
কুঞ্জের তমাল কাল, কাল তোর চোখের কাজল,
নীলবসন কাল, তোরে আসেপাশে ঘেরেছে লো কাল।
রজত কিরণে করে জগত আলো,
সে চাঁদও কোলেতে ধরে কলঙ্ক কাল,
কালোর ভয়ে কালামুখি, যদি লো তুই মুদিস্ আঁখি,
তবু তো না হবি সুখী, তুই নয়ন মুদে সবই দেখ্‌বি কাল।
দংশেছে তোরে লো কৃষ্ণ-কালবিষধর,
সে বিষেতে হয়েছে তোর তনু জরজর,
অসারে ক'রে জল সার, কে তোরে রাই রাখ্‌বে আর,
কাঁদাকাটা কেবলি সার, নিশ্চয় তোরে কর্ব্বে কোলে কাল।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

তোরে কালিয়ে-কালসাপে।
একলা পেয়ে ঘা'ল্ করেচে,
কর্ব্বে কি আর রোজার বাপে।
সে বড় বিষম ফণী, তোর মানসে দংশেছে ধনি,
বাঁধন কোথায় চাঁদবদনি, দিবি লো তুই,
মরবি জ্বলে বিষের তাপে।

এম্নি কোন রোজা থাকে,
মন্ত্রে সাপকে আনে ডেকে,
কাটা ঘায়ে লাগ্‌য়ে আবার,
বিষ তুলে দেয় চুপেচুপে।

কলিঙ্গড়া—আড়খেমটা

ব্রজে আজি ঘোর সঙ্কট ঘটেচে।
কাল বরণে বড় রাধারাণী চটেচে।
কাল যমুনাজল, কজ্জ্বল কাল,
কাল তমালদল, কাল নিচোল,
কোকিলদল কাল, কাল ময়ূরকুল,
এ সকলে কমলিনী একে একে তেজেচে।
কৃষ্ণ, তোমার কি আশা তবে তুমিও তো কাল,
কিশোরীর ভালবাসা কিসে পাবে বল,
বৃথা আর হেথা থাকা, উচিত হে পথ দেখা,
নূতন আইনে রাধা কালর দফা সেরেচে।
কৃষ্ণতনু তেজে যবে হবে হে গৌরাঙ্গ,
রাধার দর্‌বারে তব উঠিবে প্রসঙ্গ,
বর্ত্তমান ভগবান হবে না অন্য বিধান,
গোকুলে কালোর দাবী এককালে উঠেচে।
করেন এ বিধি নিজে বিনোদিনী রাই,
ইহার আপিল কৃষ্ণ কোথাও তো নাই,
তোমার হইয়ে দুকথা কইয়ে,
কালো সে কোকিল উকিল কিল খেয়ে মরেচে।

আজো সে দারুণ ব্যথা ভোলেনি কোকিল,
আজো অরুণ আঁখি ঝরিয়া সলিল,
কেঁদে কেঁদে মরে উহু উহু ক'রে,
বলে ভ্যালারে কালিয়ে মোরে ওকালতি দিয়েচে।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

চাই যেতে ললিতে যেতে পারি কই,
আমায় বেঁধেছে প্রেমের গুণে প্রেমময়ী রাধা ওই।
রাধা নারীর শিরোমণি, রাধার প্রেম পরশমণি,
রাধা মোর নয়নের মণি, আমি জানি না শ্রীরাধা বই।
রাধা মোর তনুর আধা, রাধা-নামে বাঁশী সাধা,
বাঁশী বলে কেবল রাধা রাধা, বাজে না সে নাম বই।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

রাধা সনে দূতি মোরে মিলাও সত্বর।
রাধার বিরহে আমি হয়েচি কাতর।
রাধা জগন্মাতা, আমি জগৎপিতা,
রাধা তড়িল্লতা, আমি জলধর।
রাধা বিনোদিনী আমার সঙ্গিনী,
রাধা তরঙ্গিনী, আমি গো সাগর।
রাধা রমণীমণি, আমার প্রণয়িনী,
রাধা সরোজিনী, আমি দিবাকর।

সরফরদা—ঢিমাতেতালা

শ্রীরাধার আজ প্রেম-সাগরে।
ওহে ভগবান নাহি পরিত্রাণ, তুলেছে তুফান মান-সমীরে।
বিকট ভ্রূভঙ্গ সে জলে তরঙ্গ, নয়নঘূর্ণন আবর্ত্তের রঙ্গ,
মুক্ত কেশপাশ জলদ আভাস, অঙ্গুলিতাড়ন তড়িৎ স্ফুরে।
ভবের সাগরে তব জারিজুরি, সে জলে তুমি হে নিপুণ কাণ্ডারি,
আজ এ সাগরে হরি চালাও যদি তরী,
সাবাসি দি মোরা বসি তীরে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

শ্রীরাধার প্রেম-সিন্ধু যদি, উজান বহে মান-বাতাসে।
আমি ভাসাব তায় আশার তরী, রাইগুণগান-গুণের বশে।
ছিঁড়ে যদি যায় সে গুণ, সে তো জরাজীর্ণ নয় নূতন,
আমি হাল ছেড়ে দে' লাফ্‌য়ে প'ড়ে,
রাধার চরণ-ভেলা ধর্‌বো ঠেসে।
তাতেও যদি মরণ ঘটে, তা' তো মোর সুখের বটে,
রাধার চরণতলে মরণ হলে, আমি সেই চরণে যাব মিশে।

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

দিলে কর, হে শ্রীধর, করেতে আমার।
কি কর্ব্বে আর রবিসুত, আমি তার কর হ'তে পেলেম পার
তুমি যে করে মন্দর ধর, সেই করে মোর ধল্লে কর,
তাই বলি হে বংশীধর, আমার ধরায় জনম হ'ল সার।

রাধার হ'য়ে সহচরী, আমার এ সৌভাগ্য হ'ল হরি
যতই তাঁর সেবা করি, শোধ্ যাবেনা রাধার ধার।

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

তোমার কি শমনের ভয় ওগো বৃন্দে সহচরি।
শ্রীমতীর সঙ্গিনী তুমি, ভাল বাসেন তোমায় প্যারী।
তুমি শ্রীরাধার পক্ষ, তোমার তো করেতে মোক্ষ,
আমি কেবল উপলক্ষ, মোক্ষদার আজ্ঞাকারী।

বাহার—আড়াঠেকা।

কই গো প্রিয়তমে শ্রীরাধিকে কই,রসময়ি এস সই।
তোমার লাগিয়ে আমি সারা নিশি জেগে রই।
তোমার তরে হে প্রেয়সি, নিশীথে এ বনে আসি,
তুমি গো পূর্ণিমানিশি, আমি পূর্ণ চাঁদ,
মৃগ আমি, আঁখি তব মৃগধরা ফাঁদ,
সে ফাঁদ এখনো কেন পাতিলে না প্রেমময়ি।

বসন্ত বাহার—কাওয়ালি।

বর্জ্জনাজ্ঞা প্রচারের পর বংশীনাদকারী কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দ্বারবান।

তুই বাজা ভাই বাজা বাঁশী আমি কিছু ব'ল্‌বোনা।
তোরে কিছু ব'ল্লে পরে আমার চাকুরী থাক্‌বে না।

রাণী হুকুম দিয়েছেন তোরে বাঁধ্‌তে ব'লেছেন,
আবার দেখি তোর(ই) গানে কান পেতে আছেন,
আমরা ভাই বোকা মানুষ শাদাসিদে বুঝি না এ কারখানা।
রাণীর সঙ্গিনীগুলো, তারা সবাই জাঁকালো,
তুইও তো ভাই কালকোলো নধর গোলালো,
অন্ধকারে ফুট্‌লে রে ফুল, গন্ধটা তো লুকোয় না।
আমার বাড়ী পাট্‌না, রাণীর দেউড়িতে থানা,
চিরকাল্‌টা এক্‌লা থেকে প্রাণটা বাঁচে না,
কিন্তু কি করি ভাই কপাল যেমন দোক্‌লা তো আর জোটেনা।
খেতে শুতে প্রেমের ঘরে, প্রাণটা গেছে প্রেমে ভ'রে,
ভাগ নিতে তাই সখিগুলোয় ডাকি আদরে,
কিন্তু ইসারাতে বলে তারা পাট্‌নেয়ে প্রেম নেবে না।
ও ভাই ও কেলেসোণা, তোর বাঁশীটে দে না,
একবার ফুঁকে দেখি সখিগুলো মন মিলায় কি না,
শুধু তুল্‌সীদাসী-ভজনে ভাই তাদের ওজন পেলেম না।
তুলসীদাসী-ভজনের চোটে,
কত কয়লার মত কালো মনের ময়লা যায় ছুটে,
এ গয়লানীদের রূপের গরব সে ভজনে ও ভাঙ্গে না।
তোর ঐ বাঁশীটাই চাই, তুই যদি না দিতে পারিস্‌ ভাই,
কোন্‌ বাঁশের বাঁশী ওটা বলে দে না তাই,
আমি সেই বাঁশের ভাই বাজ্‌য়ে বাঁশী, প্রেমের পান্‌সী ভাসাই না।

কালিঙ্গড়া—খেম্‌টা।

ঐ যে বাজায় বাঁশী আবার কুঞ্জে কে
থেকে থেকে, আয় না দেখে সহচরি কালা বুঝি সে।
বাঁশী রাধা রাধা বলে, কাণে সুধারাশি ঢালে,
প্রেমের অনল সখি প্রাণে দেয় জ্বেলে;
তাড়া সে কেলে ছোঁড়ায়,—না না আন্ ডেকে;
আর দেখ্‌বো না, এইবারটী লো দেখি চাঁদমুখে,
বাঁশীর গানে হই উতলা, নিশ্চয়ই সে চিকণকালা,
ললিত খাম্বাজে বাঁশী আর বাজাবে কে।
আন্ লো সহচরি আন্ তারে ডেকে,—
না না আর কাজ নাই সখি সে কাল মুখ দেখে।

ভৈরবীবাহার—মধ্যমান।

কেন প্রিয়ে করেছ লো আজ এত অভিমান।
কে তোমারে বিধুমুখি করেছে লো অপমান।
তোমার এলোথেলো কেশরাশি, মুখেতে পড়েছে খসি,
জলদের কোলে যেন লুকায়েছে শশী.
হাসির কৌমুদীরাশি না হেরে বাঁচে না প্রাণ।
ব'সে আছ ধরাতলে, তোমার বুক ভাসে নয়নের জলে,
কাজলরেখা ছড়ায়ে গেছে বদনকমলে.
যেন কমল ডুবেছে জলে, রেখে শৈবাল নিশান।

ভৈরবীবাহার—আড়াঠেকা।

রাধার মানভঞ্জন।

ব্রজসি যদি মঞ্জুমুখি কুঞ্জশুচিকাননং
ভবতি মম বিপুলসুখজাতং।
বহতি হৃদয়ং প্রিয়ে তব সুভুজবল্লরী,
হেমময়হারমবদাতং।
শুভে মঞ্জুভাষে সিঞ্চ ময়ি ভাবঘনধারং।
বিরহতপনাতপো দহতি মম জীবনং,
বারয়তু তাদৃশবিকারং।
সজলজলবাহ ইব তন্বি তব কুন্তলো-
ধারয়তি তড়িদমলহারং।
সুরসসলিলাশয়া মম হৃদয়চাতকো-
যাতি তব শরণমনুবারং।
নয়তি যমুনা সপদি সাধ্বি ধবসিন্ধবে,
পশ্য সুখসলিলকুলসারং।
ত্বমপি ময়ি বল্লভে বিতর করুণাপরে,
স্বীয়নবযৌবনমুদারং।
বিকিরতি বিধৌ বিমলকান্তসিতকৌমুদীং,
ভুবনমনুভবতি সুখবারং।
তব মুখবিধুং বিনা সুমুখি মম জীবনং
কেবলমিহাসুখমসারং।
বহতি মলয়ানিলে মৃদুলসুখশীতলে,
ললিতকলকোকিলসুগানং।

রটতি ধরণীতলে মদননৃপশাসনং,
কুঞ্জসখি মুঞ্চ ময়ি মানং।
ত্বমসি মম ভাবিনী ভবভবনসঙ্গিনী,
বিলস হৃদয়ে মম সহাসং।
বিতর পরিরম্ভণং বিতর মুখচুম্বনং,
শময় মম মন্মথহুতাশং।

দেশবরাড়ী—অষ্টতাল

আজি গো বসন্তরাতি, ঢালিছে মধুর ভাতি,
ধরণীতে পূর্ণ শশধর।
বিবিধ কুসুমকুল, আনন্দে আকুল,
করে ধনি সবার অন্তর।
গগনে হেরিয়া চাঁদ, তোমার মুখের ছাঁদ,
তোমা লাগি আইনু হেথায় ;
সম্বর কুন্তল, চাঁদবদন তোল,
মান এবে সাজে না তোমায়।
কে করেছে অপমান, কেন এত অভিমান,
কহ কহ কহ লো ত্বরায় ;
আনত মুখ তোর, হৃদয় দহই মোর,
ধৈরয ধারণ দায়।
নাহি করি কোন দোষ, কেন অকারণে রোষ,
পীড়ে মোরে এ সুখত্রিযামা ;
তোর রোষানল লয়ে, চন্দ্র এল সূর্য্য হয়ে,
হের দেখ পোড়াইতে আমা।

না জানিয়া যদি রাধে, কোন কিছু অপরাধে,
অপরাধী হয়েছি তোমায় ;
রাজরাজেশ্বরি, গোকুলঈশ্বরি,
পায়ে ধরি ক্ষম লো আমায়।

ছায়ানট—একতাল।

ধর্ ধর্ ধর্ তুলে ধর্ আমর্ রাধে করিস্ কি লো।
তোর পদতলে লুটায় প'ড়ে জগজ্জীবন চিকণকাল।
যার মানে মানিনী হলি, তারে চরণে ধরালি,
মানে দিয়ে জলাঞ্জলি, ঐ কেলেসোণায় কোলে নে লো।
সামান্য ধন নন্ তো হরি, চিন্‌তে তায় পাল্লিনি প্যারি,
ব্রহ্মাদি ঐ পদভিখারী, ঐ পদে জাহ্নবী হ'ল।

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

রাধে একি অলক্ষণ।
কেমন ক'রে পতির শিরে দিলি লো চরণ।
যেমন তেমন নন্ পতি, নিজে গোলকের পতি,
সাজে কি লো তাঁর প্রতি এত অযতন।
বর পেতে চাঁদবদনি, পূজেছিলি কাত্যায়নী,
সেই মাগী শিখালে কি লো হেন আচরণ।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দূতি, এ কি বালাই কপট কানাই চরণ ছাড়ে না।
কি পোড়ান্ পুড়ুয়েচে মোরে তা কি মনে পড়ে না।
আস্‌ব ব'লে দিয়ে আশা, অবলার প্রাণনাশা,
এমন যার ভালবাসা, যেন হেথা আসে না।
এখন দেখে আঁটাআঁটি, কাঁদিয়া ভিজায় মাটি,
ছল ছল আঁখি ছুটী, যেন কিছু জানে না।

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী

কমলে কমল শোভা পায়।
রাইপদ কোকনদ, কৃষ্ণ নীলোৎপল তায়।
ধরায় পড়িয়া কৃষ্ণ নীলশতদল,
পাশে তার শোভে রাধার রাঙা পদতল,
কমলে কমল দোলে, কমল কমলের কোলে,
কিম্বা যমুনার জলে রক্তোৎপল ভেসে যায়।

কামোদ—কাওয়ালী।

ক্ষমা দেও রাই দিও না ছাই, আর তোমার ঐ মানের গোড়ায়।
বিষম বুনো তোমার এ মান ভগবান-যায় জ্ঞান হারায়।
তোমার ঐ মানের চোটে, ছট্‌ফট্‌য়ে ভূমে লোটে,
আপনি হরি, এ বিদ্‌কুটে মান কি মানুষে বাড়ায়।
তবে থাক্‌লে মান এক কাজ হবে, হরির জন্যে ভেবে ভেবে,
উদরীতে ভুগ্‌বে যবে, মানমণ্ড খাওয়াব তোমায়।

কেদারা—একতালা।

নিশা জাগরণে ঢুলু ঢুলু ছুটী
অরুণ নয়ন হয় হে মনে।
যেন রাঙিয়াছে অনুরাগে তার,
যাপিলে যামিনী যাহার সনে।
যাও যাও হরি, যাও যাও
মন রাখা কথা আর কয়ো না,
যাও হৃষীকেশ যাও তার পাশে,
তোমার বিষাদ নাশিবে সেই ললনা।
কাজলমাখান চোখেতে চুমিয়া,
তোমার অরুণ অধর হয়েছে কাল,
শ্যামল শরীরে শ্যামল অধর,
ওহে শ্যামরায় সেজেছে ভাল।
নীলাকাশে যেন নবরবি-ছবি,
সিন্দূরের বিন্দু ধরেছ ভালে,
আমার কপাল ভেঙেচ হে সখা,
মিলায়ে কপাল কার কপালে।
এসো না এসো না নিকটে আমার,
থাক হে নাগর দাঁড়ায়ে দূরে।
কোন্ কুলটার কলুষপরশে,
কলুষিত এলে আমার পুরে।

মালকোষ—একতালা।

কাঁটাভরা কেয়াফুলে ছিলে হে ব্যাকুল।
কোমল কমল ফেলে এত বড় ভুল ।
কেতকীতে নাইক মধু, বস্‌লে সেথা শুধু শুধু,
তাই বলিহে অলিবঁধু তুমি বড়ই বাতুল।
তোমার পালক ছিঁড়েচে, গাটাও ত আঁচ্‌ড়েচে,
আর একটু হ'লে হ'তে সমূলে নির্ম্মূল।

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা।

হই তবে গো বিধুমুখি জন্মের মত হই বিদায়।
এ অধমে প্রিয়তমে যদি গো ঠেলিলে পায়।
যাচ্চি বটে এখান থেকে, উপায় আর নাই দেখে,
প্রাণাধিকে হে রাধিকে, যেতে ত প্রাণ নাহি চায়।
পায়ে ধ'রে কতই তুষি, তবু নাই ও মুখে হাসি,
আসি তবে ও প্রেয়সি, মিছে ভাসি নিরাশায়।

বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

ঐ যায় গো তোর কালশশী, নিরাশ হয়ে ওই।
এখনও যায়নি দূরে, ফির্‌তে পারে, ডাক্ না তারে সই।
নিয়ে বাঁশী চূড়ো ধড়া, হ'চ্চে কালা কুঞ্জছাড়া,
ধড়্ফড়ায় তোর খেয়ে তাড়া যেন ভাজ্‌না খোলায় খই।
পায়ে ধ'রে সাধ্‌লে কত, তবু হ'লো না তোর মনের মত,
এত কি লাগ'ল তিত, চিনিপাতা দই।

মত্ত হ'য়ে গিছে মানে কষ্ট দিলি কৃষ্ণধনে,
সে কি তোর পাকা ধানে দিয়েছিল মই।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা জান্‌লি নে রাই কপালগুণে।
হাতে পেয়ে নীলরতনে হারাইলি অযতনে।
এম্নি তোর ছুরদৃষ্ট, ঘুচেও ঘোচে না কষ্ট,
তার কি কভু হয় লো ইষ্ট, কষ্ট দেয় যে কৃষ্ণধনে।
পথে প'ড়ে ধনের ঘড়া, দেখ্‌তে পায় না লক্ষ্মীছাড়া,
এম্নি তার কপাল পোড়া, সে চোখ্ বুজে চলে সেখানে।

ভৈরবী—যৎ।

আর আমি কর্ব্বো না গো মান।
এই মিনতি করি, ওগো সহচরি
এনে দে শ্রীহরি বাঁচা গো প্রাণ।
প্রেমসিন্ধুনীর করিতে মন্থন, হ'ল অমৃত বদলে বিষ উদ্ভাবন,
সে বিষপ্রভাবে হারায়ে কেশবে, হ'য়েছি লো এবে শবের সমান।
হরি যে প্রাণের প্রদীপ আমার, হরি বিনা হেরি সবি অন্ধকার,
বাঁচিনে বাঁচিনে সে ধন বিহনে, হৃদয়রতনে আন্‌ডেকে আন্।
বৃথা মনে করি আমারই-শ্রীহরি, অদর্শনে তাঁর রোষে জ্বলে মরি,
এখন বুঝেছি বুঝেছি ওগো সহচরি,
সে যে সকলের হরি নিখিলপ্রাণ।

খাম্বাজ—একতালা।

কেটে দিলি প্রেম-শিকলি, শ্যাম-টিয়ে তোর উড়ে গেল।
প্রাণের দাঁড়ে হৃৎ-কটোরায়
ভরিস্ সোহাগ-ডালিম আর কেন লো।
টিয়ের মন থাকে না দাঁড়ে, মন থাকে তার বনে প'ড়ে,
ছাড় পেয়ে সে গেল উড়ে, আর কে তারে ধরে বল।
ময়না সালিক্ পাল্‌য়ে গেলে, আবার আসে দাঁড় দেখালে,
বুনো টিয়ে উড়্‌তে পেলে, জন্মের মত বেহাত হ'ল।

কলিঙ্গড়া—যৎ।

রাই বড়ই ত তুই হাবি।
স্বহস্তে ইস্তফা লিখে আবার প্রেমের দাবী।
নাইক' ঘি তোর কপালে, কি হবে লো ঠক্‌ঠকালে,
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, কাঁদ্‌লে কি আর পাবি।
চাপ্‌ল সরস্বতী তুষ্ট, কৃষ্ণধনে হ'লি রুষ্ট,
এখন ক'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কেবল খাবি খা'বি।

পাহাড়ী—কাওয়ালী।

রাই ম'লি আপন দোষে।
রোষের বশে তাড়্‌য়ে নাগর, ভাসিস্ এখন রসে।
তখন রইলি বদন ঢেকে, এখন রোদন থেকে থেকে,
আষাঢ়ে ক্ষেত পতিত রেখে, ভাদ্দরে কে চষে।
করিয়ে বিষম মান, করেছিস্ তার অপমান,
পাল্‌য়ে গেছে নিয়ে প্রাণ, সাধ্‌লে কি আর আসে।

রামকেলী—ঢিমেতেতালা।

কীৰ্ত্তন।

বরষ বহিয়া গেল, বঁধু ত নাহি এল,
বিফল জীবনে কিবা কাজ।
সব সহচরী মেলি, দেহ লো বিষের ডালি,
ভখিয়া পরাণ ত্যজি আজ।
আমি মরি বঁধু তরে, বঁধুয়া না চায় মোরে,
অনাসে হইল পরবাসী।
তাহার আসার আশে, কত বা বসিয়া বাসে,
দিবানিশি আঁখিনীরে ভাসি।
শীতে সুদীঘল রাতি, যাপি লো বিষাদে অতি,
বঁধুহীন সুশীতল শেযে।
একে শয্যা সুশীতল, তাহে প'ড়ি আঁখিজল,
দ্বিগুণ শীতল হয় ভিজে।
বসন্তে পিকের কুহু শুনি করি উহু উহু,
বঁধু স্মরি কাঁদি ঝরঝরে।
গুঞ্জরণ-সুনিপুণ অলি করি গুণ্ গুণ্,
আমার রোদন অনুকরে।
নিদাঘে বিরহজ্বালা দেয় মোরে বড় জ্বালা,
জীবনে না জীবন জুড়ায়।
মরমে আগুন জ্বলে, সে জ্বালা কি যায় জলে,
দ্বিগুণ আগুন বাড়ে তায়।
বরষায় প্রাণসখি, নবীন নীরদে দেখি,
বুঝি মোর বঁধু এল পাশে।

এস এস প্রাণনাথ, বলিয়া বাড়াই হাত,
তড়িৎ-ছলায় মেঘ হাসে।
শরৎ-চাঁদিনী-রাতি, সবার সুখের অতি,
সুখ শুধু নাই লো আমার।
গগনে হেরিয়া চাঁদ, বঁধুর মুখের ছাঁদ,
বঁধু মনে পড়ে অনিবার।
অনন্ত চৌদশী হ'তে, জন্মি হিম বিধিমতে,
জগজনে পীড়য়ে নিতান্ত।
সবার যদি দুরন্ত, যথা কালে হয় অন্ত,
বঁধু বিনা আমারি অনন্ত।
তাই বলি প্রাণসই, কত আর দুঃখ সই,
বিষ ভখি মরিব ত্বরায়।
দ্বিজ শরচ্চন্দ্র কয়, বিষে হবে বিষক্ষয়,
কৃষ্ণসর্প দংশেছে তোমায়।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

রাই তোমার বিরহে মরে, চন্দন না তাপ হরে
সুধাংশুবদনা রাধা, অধীরা সুধাংশুকরে।
কাঁদে ধনী অবিরত ধরার উপরে বসি,
চাঁদের কৌমুদী যেন ভূতলে পড়েছে খসি—
বহি সে মুখকমল, পড়ে অশ্রু অবিরল;
রাহুর দংশনে যেন চাঁদের অমৃত ঝরে।

কপোল পড়েছে ঢলি করতলোপর,
প্রদোষে নিশ্চল যেন শিশু শশধর,
মলয় সমীর বহে, রাধিকার প্রাণ দহে,
যেন অহি-সহবাসে বহে সে বিষের ভারে।

ভুজঙ্গভরমে নাহি পরে ফুলহার,
মুকুরে মলিন মুখ না নিরখে আর,
ভুলে না বিরহ-ব্যথা, মুখে নাই আর অন্য কথা,
কেবল বলে কৃষ্ণ কোথা, হে কৃষ্ণ রাখ আমারে।

ভৈরবী-বাহার—কাওয়ালী।

গুণরত্নচয়াকর নাগর হে,
তব সা রমণী বিবশা বিরহে।

অতিসীদতি সা বিপিনে বিকলা,
দিবসে নভসীব শশাঙ্ককলা।
বিতনোতি ন সা কুসুমং চিকুরে,
নহি পশ্যতি পাংশুমুখং মুকুরে।

মলয়ানিলমাকলিতপ্রসরং,
মনুতে মলিনা তনুদাহকরং।

ভুজগভ্রমতো বত হেমময়ং,
তনুতে হৃদয়ে নহি হারচয়ং।

সুখশীতবিলেপরসং মনুতে,
বপুষীব বিষং দয়িতা নন্থ তে।
তব নামনি তু শ্রবণং বিততং,
কুরুতে প্রমুদা প্রমদা সততং।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

নিন্দিতচামরকুঞ্চিতকুন্তলচুম্বিতপীননিতম্বং।
ব্রজতি সুচঞ্চলবঞ্জুলজালসুমঞ্জুলকুঞ্জকদম্বং।
সা বিপিনে বররামা।
বিষমমনোভবশাসনসম্ভবখেদনিবারণকামা।
কিরতি হিরণ্ময়কণ্ঠবিমণ্ডনমমলতরলরুচিজালং,
নূপুরশিঞ্জিতমত্র বিমুঞ্চতি মন্দগতৌ মৃদুতালং।
বররশনাঞ্চিতমণিগণশিঞ্জিতমনুগতকঙ্কণনাদং,
হরতি সুদূরত এব হরেরতিবিরহজনিতমবসাদং।
রাগরসোজ্জ্বলদধরবিরাজিতবিশদদশনমণিজালং,
নিন্দতি সুন্দরকুন্দকলাপকমনুগতমরুণপ্রবালং।
সকুসুমকুন্তলসৌরভমোহিতমত্তমধুব্রতপাতং,
জনয়তি চঞ্চলমমলদলান্বিতকরগতবরজলজাতং।
চুম্বিতুমিন্দুমুখী মধুসূদন বদনকমলমতিনীলং।
কুঞ্জগৃহং প্রতি কুঞ্জরবরগতিরিয়মনুযাতিসলীলং।
শ্রীশবশম্বদশারদশশপদভণিতপরমরমণীয়ং,
চরিতমনারতমাচ্যুতমদ্ভুতমিহ হি শৃনুত মহনীয়ং।

রামকেলী—যৎ।

বসেছেন আজ কুঞ্জবনে শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
এ শোভা ভবে দুর্লভা দেখ্ না রে ভাই নয়ন ভরি।

শ্যাম নীলমরকত, কিশোরী কনকপীত,
জলদ শোভিছে যেন চপলারে কোলে করি।

শ্যাম-ত্রিভঙ্গের সঙ্গে, মেতেছে রাই প্রেম-প্রসঙ্গে,
সাগর-তরঙ্গে যেন মিশে গঙ্গার লহরী।

দেখে রাধা শ্যামের বামে,
ঘুচ্য়ে নে ভাই ভবের ভ্রমে,
বদন ভ'রে বল্ না প্রেমে জয় রাধা জয় হরি হরি।

গুর্জ্জরী—খেমটা।

বিবিধ সঙ্গীত।

পার্থিব বন্ধুতার অসারতা।

সুখের সময় লাভের আশায়, সবাই ভালবাসে রে ভাই।
আশার সে ভালবাসা, অসার তার মুখে ছাই।
কেহ নয় ভাই ব্যথার ব্যথী, সম্পদের সবাই সাথী,
সুখে যায় পূর্ণিমা রাতি, অমায় কারো দেখা নাই।
বালক চায় বালকের খেলা, যুবক চায় যুবতীর মেলা,
বৃদ্ধকালে ভজনমালা, অন্তে দীনবন্ধু চাই।

ভৈরবী—যৎ

লক্ষ্যভ্রষ্ট।

(মনরে) যা কিন্‌তে এলি ভবের হাটে,
কেমনে তা গেলি ভুলে।
কাঞ্চন-মূলে কাচ কিনিলি.
চল্লি চিন্তামণি ফেলে।
(মনরে) তুই বড় বোকা,
হলি দিনে দিনে কচি খোকা,
তোর দাঁত পড়িল, চুল পাকিল,
আক্কেল হবে আর কোন্ কালে।
মহাজন নাই তোর কপালে,
পড়লি রে তুই ফড়ের পালে,
তারা আসল জিনিস্ পাবে কোথা,
নকল দিয়ে তোয় ঠকালে।

কচু কুম্‌ড়ো কলা মূলো,
কিনে নিলি কতকগুলো,

যে ফল ভবে অতুল,
লক্ষ্য নাই সে মোক্ষফলে।

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

কোন নির্লিপ্ত সংসারী বন্ধুর প্রতি।

আমি কেমনে গাহিব গুণ তোমার, হে বন্ধু আমার
যা ভাবতে গেলে ভাব উথলে,
আমি কথা খুঁজে পাইনে আর।

পার যদি দেও হে ব'লে, কি পুণ্যকরমফলে,
মলিন মরতে পেলে, নিরমল মন তোমার।

তোমার পর আপন নাইক জ্ঞান,
সবারে আদর সমান,
তুমি গাঁথ্‌তে পার পরের তরে,
প্রীতি-পরশমণির হার।

তুমি লাভালাভ না হিসাব ক'রে,
বিলাও ভালবাসা যারে তারে,
যেমন সুবাস ঢালা বিনামূলে,
ফুলের সহজ ব্যবহার।

মোদের আঁখি-চকোরের বন্ধু,
মুখটী তোমার পূর্ণইন্দু,
সদাই হাসির জোছনা ঢালে,
নাই রোষ-রাহুগ্রাস-দোষ তার।
তুমি রসিক হ'য়েও বিষয়রসে,
প্রাণ সঁপেছ পরমেশে,
যেমন নীলকণ্ঠের কণ্ঠে গরল,
শিরে সুরধুনীর ধার।

ভৈরবী— একতালা

উক্ত বন্ধুর পদ-গৌরব উপলক্ষে।

মৃদঙ্গ মন্দিরা মন্দ নিনাদিত মন্দ প্রবাহিত মলয়-হিল্লোর।
নাচত সাগর গায়ত ভূধর কলিতবিহগকুল-ললিত-কল্লোর।
প্রেমানন্দে গিরিকন্দর-মন্দির ছোড়ত নদীগণ গদ্‌গদরোর,
মহোৎসবমত্ত-প্রকৃতি অব্ ঝটিতি টুটাঅল সরম্‌কা ডোর্।
নিখিলনিনদবহ বহতহি অম্বর গম্ভীর সুন্দর সবহুঁ সুবোর,
বসন্ত-ব্যঞ্জিত গ্রামগমকযুত মূর্চ্ছনা-মিশ্রিত-ললিত-হিন্দোর।
জয় জনরঞ্জন রাজকিশোর।
তুয়া নব গৌরব-ফুল ফুটল অব ছুটল সৌরভ রভস সজোর।
লভি তুঁহুঁ নন্দন দিনমণি যৈছন নিশীথিনীনীলচিকুররুচিচোর,
পুলকিত উচ্ছল জাগল উৎকল ভেল বিষাদ-বিভাবরী ভোর।

নন্দকিশোর-সূনু নন্দকিশোর জনু কোই নাহি পাওত
তুয়া গুণ ওর,
তুয়া মুখ পেখত হোত ন তিরপিত আঁখহি অনিমিখ
লাখ লাখ ক্রোর।
রাজমুকুট-মণি তুহিন কুসুমপর কবহুঁ ন হোতহি তৈছন উজোর,
শ্রুতপরবেদন ঝরতহি যৈছন মোতিপ্রতিম তুয়া লোচনলোর।
কোকিলকূজন মধু বীণাবাদন সঙ্গীতরঙ্গতরঙ্গিতকোর,
তৈছে মধুর তুয়া বাণী জিনি অমিয়া ইহ তাতল সৈকত
মরুমাহ ঘোর।
কমলাবল্লভ-হরিপদপল্লব-সেবন-সম্পদ-মোদবিভোর,
গায়ত তুয়া যশ, অবিরত দশদিশ, ভুবনচতুর্দ্দশ ভরলহি সোর্।

ভৈরবী রাগ—কীর্ত্তন ছন্দ।

পূর্ব্ব গীতের বঙ্গানুবাদ।

মৃদঙ্গ বাজিল রঙ্গে মৃদুল মন্দিরা সঙ্গে,
মৃদুল বহিল ধীর মলয় পবন।
নাচিল সাগর গাহিল ভূধর বিহগের কলরবে পূরিয়া কানন
ছাড়ি গিরিগুহালয় ধাইল তটিনীচয়,
আনন্দে গদ্‌গদ-শব্দ করি উদ্গীরণ,
বসন্তউৎসবে মাতি প্রকৃতি চিরযুবতী,
সহসা টুটিল নিজ সরমবন্ধন।

আকাশে বাতাসে ভাসে বসন্তের বোল,
গ্রামগমকযুত মূর্চ্ছনামিশ্রিত ললিত হিন্দোল।
হে রাজকিশোর সখে, পেয়ে সুসময়,
গৌরব-কুসুম নব বিকশিয়া আজি তব,
হাসিয়া সুবাস ঢালি দেয় দেশময়।
নন্দকিশোরের সুত, অনুরূপ-গুণযুত,
সতৃষ্ণনয়নে সবে তোমা পানে চায়,
লভি তোমা সুসন্তান, জ্ঞানালোকে দীপ্তিমান,
উৎকলজননীদুখরজনী পোহায়।
মুকুটে যে মুক্তা ঝলে, হিমবিন্দু ফুলদলে,
যদি ও সুন্দর তারা শোভার আধার,
চারুতায় হারিয়াছে সেই অশ্রুবিন্দু কাছে,
পরদুঃখে দুই চক্ষে ঝরে যা তোমার।
কোকিলের কুহুস্বর, বীণানাদ মনোহর,
উভয়েই বটে অতি শ্রবণরঞ্জন,
(কিন্তু) ঘুচাতে ব্যথিত ব্যথা, তুমি যে বলহে কথা,
সংসার-মরুতে তাহা অমৃতবর্ষণ।
শ্রীহরির শ্রীচরণ সেবা করি অনুক্ষণ,
অতি ধনী হইয়াছ তুমি পুণ্যধনে,
তোমার গৌরব-গীতি গাহি সবে লভে প্রীতি,
ধ্বনিত ধরণী তব কীর্ত্তির কীর্ত্তনে।
ভৈরবী—কীর্ত্তন।

শক্তিই মুক্তির মূল।

সিদ্ধি হয় মন সাধনগুণে।
সিন্নি খেতে সাধ যদি মন, কোঁৎকা দেখে অাঁৎকাবি নে।
যেম্নি কর্ব্বি তেম্নি পাবি, তার বাড়া পাবি কোন্‌খানে,
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল, এইত বলে বেদ পুরাণে।
অন্ধকূপে বাস ক'রে মন কে হেরে রবির কিরণে,
শ্যালকাঁটার বীজ ছড়্‌য়ে রে মন মরাই কেটা ভরে ধানে।
এককড়া তুই খরচ ক'রে মোতির ঘড়া চাস্‌ কেমনে,
এক কড়ায় যে হয় না কচু লিচুতে হাত বাড়াস্‌ কেনে।
(তুই) মুক্তি মুক্তি ক'রে বেড়াস্‌ মুক্তি কি বিকায় দোকানে,
রাঙ্‌ দিয়ে বা দস্তা দিয়ে সস্তা দরে আন্‌বি কিনে।
সকল ধনের সেরা যে ধন মিলে কি তা তুচ্ছ ধনে,
লেঙড়ার মিষ্ট আশা ক'রে আমড়াতে দাঁত বসাস্‌ কেনে।
সন্ন্যাসে শান্‌য়ে জ্ঞানঅসি প্রবৃত্তি দে বলিদানে,
পাবি মুক্তি সাধ্‌লে শক্তি ব'সে বৈরাগ্য-শ্মশানে।

রামপ্রসাদী স্বর

নারদকৃত দুর্গানাম।

ত্রিতাপহারিণি দুর্গে—দে মা আমায় চরণতরী।
ভবের জলে ফেলে দিয়ে কোথায় পালালি শঙ্করি।
এ জলের নাই কূল কিনারা, সাঁতার দিয়ে হ'লাম সারা,
আর পারি না ওমা তারা, আমায় তরা গো ত্রিলোকেশ্বরি।

রিপুর তরঙ্গ হেথায়, দুর্ব্বলে চোবানি খাওয়ায়,
তাদের পথ ঢাকা মোহ-কুয়াশায়,
তারা মরে জড়াজড়ি করি।
সাঁতার আমার বিশেষ জানা, কাট্‌য়েছি আশার একটানা,
কিন্তু ভ্রম-পাথনায় আর জোর খাটে না,
তাই ডাকি তোরে শুভঙ্করি।
পোত যদি পাই ঐ রাঙা পায়, জ্ঞান দিগ্‌দর্শনের উপায়,
ধ্রুবতারা তারা তোমায়, তবেই এ জলধি তরি।

বিভাস—আড়াঠেকা

অভিসারে যাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধার প্রতি দূতীর প্ররোচনা।

ইহ মধুমাসে বিপিননিবাসে
রচিতসুবেশবিশেষং।
বিশতি বিনোদিনি রমণশিরোমণি—
রনুগতমদননিদেশং।
অলিকুলগুঞ্জে বসতি স কুঞ্জে
সমুদিতনয়নসুরঙ্গং।
মঞ্জুব্রজপুরনারী রঞ্জনকারী
তরলিতরাগতরঙ্গং।
কাঞ্চনকিরণে মন্থরচরণে
বিলসবিসর্জ্জিতমানং।
শৃণু রতিনায়ক শাসনগায়ক
কোকিলকুলকলগানং।

গগনে তারা   বলিতবিকারা
পূরয়তি প্রিয়কামং।
ত্বমপি বিশঙ্কং   শ্যামশশাঙ্কং
সঞ্চর নাচর বামং।
শশধরবদনে   কুন্দস্মরদনে
কুঞ্জবনং ব্রজ তূর্ণং।
পাতয় দয়িতে   দৃক্‌শরময়ি তে
কজ্জ্বলগরলবিপূর্ণং।
ঘনচয়রুচিরে   বিরচয় চিকুরে
পীবরকবরীভারং।
সুঘটয় পৃথুলে   কুচঘটযুগলে
মনসিজমঙ্গলহারং।
সুন্দরি সম্প্রতি   মদনমহীপতি—
মন্দিরতোরণকল্পে।
ধারয় জঘনে   সুন্দরসুঘনে
কেশরহারমনল্পে।
মুঞ্চতু তদনু   তন্বি তব সুতনু-
রংশুবিনির্জ্জিতসূর্য্যং।
কঙ্কণঝননং   নূপুররণনং
মদনমহোৎসবতূর্য্যং।

জয়দেবকৃত 'রতিসুখসারে'
গীতের মত সুর ও তাল

বৃন্দাবন বসন্ত বর্ণন।

অভিনবনীরদনীলকলেবরশীতলসুদলতমালে।
যুবজনমানসমোহনবিকশিতমঞ্জুলবঞ্জুলজালে।

নিবসতি হরিরিহ সুরভিনিকুঞ্জে।
কামবিশিখসমমুখরশিলীমুখসঙ্কুলপাটলপুঞ্জে।

মলয়সমীরণমন্দবিধুনিতললিতলতানিকুরম্বে,
মুকুলিতমাধবিকাপরিরম্ভণপুলকিতচূতকদম্বে।

শিশুশশধররুচিকামনখাকৃতিমন্দবিকাশপলাশে,
মনসিজনৃপকনকাসনসন্নিভচম্পকচারুবিলাসে।

কুসুমশরাসনশাসনঘোষণকোকিলকলিতসুগানে,
মদনরদনরুচিকুন্দকরম্বিতকোমলমল্লিবিতানে।

পরিমললম্ভিতলোভমধুপকুলসঙ্কুলবকুলবিকাশে,
কণ্টকপটলবিমণ্ডিতকেতকিদলদলিতালিকুলাশে।

প্রতিপবনঞ্চরহরিণনিকরদরতরলপিয়ালপরাগে,
ব্রজনবযৌবতমর্ম্মবিনিঃসৃতকর্ম্মবিকশদনুরাগে।

মারুতমুখরমরুৎপথপথিকশকুন্তকসমদনিনাদে,
যামুনজলপুলিনে কলিতযুবতিদলমদনালসবাদে।

বসন্ত—যৎ

অভিসারে প্ররোচনা।

এই মধুমাসে মদনআবেশে
বিনোদিয়া বঁধু নাগরবেশে,
প্রেম বিতরিতে আসিয়া বিপিনে
বসেছেন কিবা হের লো এসে।
ভ্রমরগুঞ্জিত নিকুঞ্জকাননে
বিরাজেন হরি হের লো সই,
ভাবের তরঙ্গ কত রঙ্গে ভাসে
রমণীরঞ্জন নয়নে ওই।
ঐ দেখ সখি আকাশের মাঝে
তুষিছে শশীরে তারার মালা,
তুমিও সজনি প্রেম-সুধাদানে
তোষ লো তোমার চিকণকালা।
ভূষিতে শ্রীঅঙ্গ বিলাসভূষণে
বিলম্ব সজনি ক'রো না আর,
বক্ষঃপরে পর ওলো বরাননে
বিলাসচঞ্চল অমল হার।
জলদের সম ও নীল কুন্তলে
বিনোদ কবরী বাঁধ লো বালা,
রচ লো বকুলে জঘনের মূলে
মদনমোহন মঞ্জু মেখলা।
চাঁদবদনে কুন্দরদনে
কুঞ্জ কাননে চল লো ত্বরা,

হান লো নাগরে নয়নের বাণ
উজলকাজলগরলভরা।
বৃথা মানে আর র'বে কত কাল
মানিনীর প্রাণে হানিছে শূল,
ঐ শুন শুন প্রাণের সজনি
মধুর কূজনি কোকিলকুল।

কীর্ত্তনের সুর।

শ্রীরাধার অভিসার।

চামরনিন্দিত কুঞ্চিতকুন্তল এলায়ে চুমিছে জঘন ঘন,
প্রেমের আবেশে বিভোরা কিশোরী অভিসার-রসে রসিত মন।
বঞ্জুলবেষ্টিত কদম্বের কুঞ্জে চলেছেন কিবা মন্থরগতি,
চরণে নূপুর বাজি রুণু রুণু দেয় মৃদুতাল সে গতি প্রতি।
কটির কিঙ্কিনী করি কিণিকিণি, করের কঙ্কণ ঝনঝনিয়া,
দূর হ'তে প্রেরি মিলন-আভাস আশ্বাসে পূরিছে হরির হিয়া।
মিলনের আশে হাসে বিনোদিনী, অরুণ অধরে দশনপাঁতি,
গঞ্জে গরিমায় নিকুঞ্জনিলয়ে কিশলয়কোলে কুসুমভাতি।
কবরীকুসুম-সৌরভে মাতিয়া শ্রীমুখ উপর ঝাঁপই যাই,
কমল জিনিয়া কর হেলাইয়া বারই ভ্রমরনিকর রাই।
ইন্দীবরনিন্দিহরিরবদনচুম্বন-আনন্দ ভুঞ্জিতে ধনী,
নিকুঞ্জ কাননে কুঞ্জরগমনে সঞ্চরেন রাই রমণীমণি।

কীর্ত্তন সুর

কৃষ্ণের স্তব।

নীলতনৌ তনুযে তব বিশ্বমশেষং,
বিপুলযুগান্তজলে শ্রিতশেষং,
কেশব ধৃতভবধররূপ জয় জগদীশ হরে।
বিতরসি দেবদলে ছলিতাসুরমেলং,
মথিতপয়োধিসুধামতিখেলং,
কেশব ধৃতমোহনরূপ জয় জগদীশ হরে।
সরসিজযোনিমুখোত্থমনুষ্ঠিতভেদং,
রটসি ভবে ভবভাবনবেদং,
কেশব ধৃততাপসরূপ জয় জগদীশ হরে।
বাহয়সি রবিসুতাপয়সি বহিত্রং,
যুবতিপটাহিতজলদচরিত্রং,
কেশব ধৃতনাবিকরূপ জয় জগদীশ হরে।
নিন্দসি মিত্রবরং ধৃতবিশ্বশরীরং,
স্বজনবিঘাতনভীতমধীরং,
কেশব ধৃতবিশ্বশরীর জয় জগদীশ হরে।
হয়নিকরে সমরে কৃতবানসিঘাতং,
বিহিতধনঞ্জয়জয়মতিশাতং,
কেশব ধৃতসূতশরীর জয় জগদীশ হরে।
কলয়সি ললিতকরে খরতরশরজালং,
কুরুকুলদলনবিলোলবিশালং,
কেশব ধৃতপার্থশরীর জয় জগদীশ হরে।

নবরদনে বদনে জগদেকসুপাত্রে,
প্রকটিতবানসি মৃদশনমাত্রে,
কেশব ধৃতবালকরূপ জয় জগদীশ হরে।
নিবসসি সিন্ধুতটে কলিকল্মষনাশন,
ভবজনতাপহরণকৃতবাসন,
কেশব ধৃতদারুশরীর জয় জগদীশ হরে।
বিতরসি নরনিবহে সকরুণমনুবারং,
মরভুবনে হরিনামসুসারং,
কেশব ধৃতগৌরশরীর জয় জগদীশ হরে।
শরদিন্দুকবেরিদমুদিতসুভাবং,
কলয়ত্নুরিতবনবিদহনদাবং,
কেশব ধৃতবহুবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।

কল্যান রাগেন —পট তালেন

যমুনাপঞ্চকং।

দিনকরনন্দিনি বৈভবশালিনি. সৈকতমালিনি পুণ্যজলে
বিকশিতসংকমলে বিমলে নবনীপবনীপবনপ্রচলে।
কলরুতকোকিলকাকলিপূরিতকোমলবল্লিলসংপুলিনে
জয় যমুনে যদুনন্দনকেলিতরঙ্গিণি নীলজলাভরণে॥ ১॥
অয়ি ললিতে জলকেলিকুতূহললোলমরালদলাকুলিতে
বিকচকদম্বককেতকচম্পককেশররাজিততীরযুতে।
সুরতটিনীসুখসাধিতসাগরসঙ্গমরঙ্গরসোল্ললনে
জয় যমুনে যদুনন্দনকেলিতরঙ্গিণি নীলজলাভরণে॥ ২॥

অয়ি মধুরেহবিধুরে মুরলীধরসেবিতধীরসমীরধরে
সুখকরশীকরসঞ্চরিতাঞ্চিতপঞ্চশরপ্রচুরপ্রসরে।
কলকপটেন হরিস্বনে হরিপাদপবিত্রিততীরবনে
জয় যমুনে যদুনন্দনকেলিতরঙ্গিণি নীলজলাভরণে ॥ ৩ ॥

ললিততরঙ্গভুজে রবিজে কলিতাঙ্গবিভূষণসজ্জলজে
মৃদুরয়মন্দবিমুঞ্চিততালতটান্তনন্দমুরলীমুরজে।
শুভনটনে শফরীনয়নে হৃতনেত্রবিচিত্রবনীবসনে
জয় যমুনে যদুনন্দকেলিতরঙ্গিণি নীলজলাভরণে ॥ ৪ ॥

কলকলিতোর্ম্মিদলে ব্রজমোহনমোহনবেণুরবোত্তরলে
বিষধরকালিয়কৃন্তনকৌতুকিকৃষ্ণপদদ্যুতিদীপ্তজলে।
যমভয়ভঞ্জিনি কৃষ্ণবিনোদিনি কৃষ্ণতনুদ্যুতিসঙ্কলনে
জয় যমুনে যদুনন্দনকেলিতরঙ্গিণি নীলজলাভরণে ॥ ৫ ॥

খাম্বাজ—ঠুংরি

গঙ্গাপঞ্চকং।

ত্রিপথবিহারিণি সাগরগামিনি ভৈরবভামিনি শৈলসুতে
অবিরলবঞ্জুলতালতমালপিয়ালবিরাজিততীরযুতে।
সুরপুরবাসিনি ভূতলভূষিণি সপ্তরসাতলসঞ্চরিতে
জয় জয় জাহ্নবি জীবনরূপিণি বিষ্ণুপদাম্বুজসম্ভবিতে ॥ ১ ॥
অয়ি ললিতে জলকেলিকুতূহললোলমরালদলাকুলিতে
ত্রিভুবনতারিণি সঙ্কটহারিণি শঙ্করমৌলিতলোচ্ছলিতে।
সুরপুরতাপসসপ্তসুখাপ্তলসৎসরসীরুহসম্বলিতে
জয় জয় জাহ্নবি জীবনরূপিণি বিষ্ণুপদাম্বুজসম্ভবিতে ॥ ২ ॥

গিরিবরকন্দরদারিণি তারিণি ঝংকৃতিকারিণি জহ্নুসুতে
সুররমণীতরুণস্তনতাড়নভঙ্গুরতুঙ্গতরঙ্গযুতে।
অবমত্দিগ্গজবৃংহিতনাদকৃতাষ্টকুলাচলচঞ্চলিতে
জয় জয় জাহ্নবি জীবনরূপিণি বিষ্ণুপদাম্বুজসম্ভবিতে॥ ৩॥

অয়ি মধুরে রসকেলিহসদ্বসুধোরসিহারবিলাসভরে
শুভপুলিনেঽমলিনে নলিনাক্ষপবিত্রপদাব্জরজোদ্রবিণে।
নরকবিঘাতিনি সত্যসনাতনি ধাতৃকমণ্ডলুকুণ্ডলিতে
জয় জয় জাহ্নবি জীবনরূপিণি বিষ্ণুপদাম্বুজসম্ভবিতে॥ ৪॥

তটগতভাস্বরবিপ্রসমস্বরবেদসমুচ্চরণোচ্ছ্বসিতে
হিমবিধুমৌক্তিকশঙ্খসুধোজ্জ্বলফেনবিলোলনসদ্ধসিতে।
জগদঘমোচনি পাবনপাবনি শঙ্করকীর্ত্তিতসচ্চরিতে
জয় জয় জাহ্নবি জীবনরূপিণি বিষ্ণুপদাম্বুজসম্ভবিতে॥ ৫॥

গারাভৈরবী—পট্তাল।

দুর্গাপঞ্চকং

হিমগিরিনন্দিনি দৈত্যনিকৃন্তিনি শঙ্করসঙ্গিনি শূলধরে
চরণসরোরুহসংকৃতিতৎপরভক্তজনার্তিভবার্ত্তিহরে।
মহিষবিমর্দ্দিনি শুম্ভবিনাশিনি শঙ্খিনি পাশিনি চাপধরে
জয় জয় পার্ব্বতি দক্ষসুতে সতি পাতকসংহতিভীতিহরে।

অয়ি বগলে প্রবলে সুররাজশিরোমণিরাজিতপাদতলে
জিতদনুজে সুভুজে জলরাজসমাদৃতশৈলসুতাবরজে।
সুবিমলবিন্ধ্যবিলাসপরে হরসিন্ধুবিভাসিমুখেন্দুধরে
জয় জয় পার্ব্বতি দক্ষসুতে সতি পাতকসংহতিভীতিহরে॥ ২ ॥

অয়ি মুখরে হৃতদেবদরে শুভকালি করালি কৃপাণকরে
গুরুনদকম্পিতশৈলনভস্তলভূমিরসাতলসিন্ধুজলে।
বহুকুসুমাসবসেবনমত্তরণাঙ্গনভৈরবনৃত্যপরে
জয় জয় পার্ব্বতি দক্ষসুতে সতি পাতকসংহতিভীতিহরে॥ ৩ ॥

জনকসুতোদ্ধরণে সমরোদ্যতরামসমর্চ্চিতসচ্চরণে
শুভশরণে ত্রিগুণে বৃষভানুসুতার্পিতযাচিতকৃষ্ণধনে।
গুরুতপসাপ্তমহেশবরে ললিতেঽপি তনৌ মুনিবেশধরে
জয় জয় পার্ব্বতি দক্ষসুতে সতি পাতকসংহতিভীতিহরে॥ ৪ ॥

ত্রিভুবনকারণভৃজ্জঠরে জনিতাত্মবপুর্বিধিবিষ্ণুহরে
হরপরিবাদকৃতাত্যসুখে নিহিতাপঘনে ননু দক্ষমখে।
যমভয়বারিণি দুর্গতিহারিণি ঘণ্টিনি দণ্ডিনি মুণ্ডধরে
জয় জয় পার্ব্বতি দক্ষসুতে সতি পাতকসংহতিভীতিহরে॥ ৫॥

গারাভৈরবী—পটতাল।

শ্রীশ্রীদেবদশকং।

জলনিধিসন্নিধিসৌধনিবাসী
জীবনিচয়কলিকল্মষনাশী।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ১ ॥

নীলনগোপরিনির্ম্মিতগেহঃ
কোটিবিধূজ্জ্বল সুন্দরদেহঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ২ ॥

মিলিতহলায়ুধসহিতসুভদ্রঃ
পদযুগপাবিতকমলজরুদ্রঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বসুরাসুরকীর্ত্তিতকীর্ত্তিঃ
পাদরজঃকণহৃতজগদার্ত্তিঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৪ ॥

নীরদমৃগমদকজ্জ্বলকৃষ্ণঃ
সিন্ধুসুতাধরপানসতৃষ্ণঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৫ ॥

নয়নানন্দস্যন্দনযায়ী
সুরনরতীর্য্যক্‌দর্শনদায়ী।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৬ ॥

মন্দিরমৌলিবিলম্বিতনেত্রঃ
প্রহরিকরার্পিতশাসনবেত্রঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৭ ॥

ভুজযুগভর্ৎসিতফণিপতিশেষঃ
সারপরাজিতসর্ব্ববিশেষঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৮ ॥

প্রাপ্তসুরাসুরভক্ত্যুপহার
স্তর্জ্জিতজনগণবর্ণবিচারঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ৯ ॥

দূরাদ্দর্শিতমেচকচক্রঃ
করিবররক্ষণনাশিতনক্রঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥ ১০ ॥

নত ইতি যাচে বিরহিততন্দ্র
স্তদ্দাসোঽহং শারদচন্দ্রঃ।
ভবতু সদা মম মানসচারী
দারুশরীরী ব্রহ্মমুরারিঃ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামাষ্টকং।

শিবানি শঙ্করপ্রিয়ে জয়ন্তি সর্ব্বমঙ্গলে
নগেন্দ্রকন্যাকে শিবে ভবানি ভদ্রকালিকে।
মহেশহৃৎসরোবরোল্লসজ্জ্বলৎপদাম্বুজে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ১ ॥

নৃমুণ্ডজালমণ্ডিতে শশাঙ্কখণ্ডভালিকে
কপালমালিকে ভবে শ্মশানসদ্মচারিকে।
ভয়ার্ত্তভীতিহারিকে হিমাদ্রিরাজবালিকে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ২ ॥

প্রচণ্ডদৈত্যদণ্ডিকে দলদ্রিপুগ্রচণ্ডিকে
গদাসিপাশধারিকে মদোৎকটাট্টহাসিকে।
নিশুম্ভশুম্ভনাশিকে সুরারিরক্তশোষিকে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ৩ ॥

পুরন্দরার্চ্চিতেঽজিতে দিগম্বরান্তরাত্মিকে
নিরন্তরাসুরান্তিকে রণাঙ্গনান্তচারিকে

মৃড়ানি চণ্ডঘন্টিকে রটন্তি রক্তদন্তিকে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ৪ ॥

জয়ে জয়োল্লসদ্ধসদ্রণাজিরপ্রধাবিকে
কিরীটকঙ্কণোজ্জ্বলদ্দ্যুতিত্ব্যলোকদীপিকে।
বরাভয়প্রদে শুভে জয়াশিরামপূজিতে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ৫ ॥

যুগান্তনীরদপ্রভপ্রলম্বনীলকুন্তলে
জ্বলজ্জটোচ্ছলচ্ছটাললাটচন্দ্রমণ্ডলে।
নিরস্তলোচনপ্রভাপ্রভাতসূর্য্যমণ্ডলে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ৬ ॥

ভবেশি ভৈরবার্চ্চিতে বিশালভাললোচনে
স্ফুরদ্বিলোলজিহ্বয়া তড়িল্লতাবগর্হণে।
প্রকম্পিতাব্ধিপর্ব্বতত্রিলোকভীষণস্বনে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি স্বসেবকে শরদ্দ্বিজে ॥ ৭ ॥

মহেশি শঙ্করি স্বধে ধ্রুবে ত্রিলোকপালিকে
পিনাকভৃৎপ্রমোদিনি প্রভূতভূতভাবিকে।
স্বকুণ্ডলার্কমণ্ডলপ্রভাসিতাস্যপঙ্কজে
কৃপাং কুরু ত্রিশূলিনি ত্বদাত্মজে শরদ্দ্বিজে ॥ ৮ ॥

ভারতসঙ্গীত।

জয় জয় ভারতবর্ষ ॥

গ্রামনগরঝরকাননকন্দরগিরিমরুমন্দিরসুন্দরদর্শ।
ভুবনাদর্শ দর্শকহর্ষ ক্রমবিকশিতশিশিরাতপবর্ষ ॥
গঙ্গালহরীহারতুহিনগিরিভাল জলধিজলমৃদুলস্পর্শ।
মঞ্জুলসিংহলশোভিতপদতল শ্যামমলয়যবমণ্ডিতপার্শ্ব ॥
সভ্যসুবর্ব্বরগৃহিযাযাবরনিখিলনরস্তরভেদপ্রদর্শ।
কোকিলকূজিতকুঞ্জলতাবনচলমলয়ানিলললিতস্পর্শ ॥
ভীমপ্রভঞ্জনতাণ্ডবনর্ত্তনশালসরলচয়নির্দ্দয়ঘর্ষ।
সঞ্চরদুপলতলগিরিতটিনীদলকোমলকলকলশ্রবণাকর্ষ ॥
বজ্রোদরঘনঘর্ঘরনিঃস্বনকম্পিতগিরিগণভীষণশীর্ষ।
ধনগোধান্যজ্ঞানবরেণ্য প্রতিপদমান্য পুণ্যনিদর্শ ॥
অরিদুর্দ্ধর্ষসমরামর্ষভীষ্মার্জ্জুনকৃতকার্ম্মুকঘর্ষ।
কাব্যবনপ্রিয়বিশ্বজনপ্রিয়কালিদাসকৃতগানোৎকর্ষ ॥
ভূপতিবৎসল দৈবপরমবল কলিতহরিস্মৃতিকলিমলকার্শ্য
দশতনুধারণব্রহ্মসনাতনজননজনিতজগদুন্নতশীর্ষ ॥
হরভালবিমলশশিকরশীতলভদ্রকালীপল্লীপ্রকর্ষ।
স্তম্ভপ্রজনন শারদশর্ম্মণ এতদগঙ্গাসলিলস্পর্শঃ ॥

মতাবলী।

মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে, টি, মহাশয়ের এই পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

নাড়িকেলডাঙ্গা,
কলিকাতা,
৮ই মাঘ ১৩২৪।

ভদ্রক হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বরচিত কয়েকটি শ্যামাবিষয়ের ও পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ের গীত তাঁহার সুকণ্ঠে সুরতানলয়ের সহিত গীত হওয়া শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ লাভ করিলাম। গীতগুলি সুমিষ্ট ও সুগভীর ভাবপূর্ণ এবং প্রচুর রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। তাহা শুনিলে মহাত্মা রামপ্রসাদ ও দাশরথি রায়ের রচনা মনে পড়ে, এবং সেই রচনার সহিতই এই রচনা তুলনীয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরপাড়ার জমীদার বহুশাস্ত্রবিশারদ শ্রীল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

উত্তরপাড়া,
২৭শে মার্চ ১৯১৭।

ভদ্রক ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত কবিতা ও স্তুতি শুনিয়া বিশিষ্টরূপে

প্রীত হইলাম। কালিদাসের এবং জয়দেবের অনুসরণ ইনি যে ভাবে করিয়াছেন তাহা আর অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না. ইঁহার কবিতাগুলি প্রাঞ্জল, সুললিত, মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী। ইঁহার বাঙ্গালা গানগুলিও তদনুরূপ, সুশ্রাব্য, সরল এবং প্রীতিপ্রদ। সাধারণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের সংস্কৃত কবিতাপেক্ষা ইঁহার কবিতা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের এই পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।

এই গানগুলি আমার খুব ভাল লাগিল।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে, টি, মহাশয়ের 'প্রার্থনা' সম্বন্ধে অভিমত।

মহাশয়,

আপনার প্রদত্ত 'প্রার্থনা' নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও যত্নের সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনার কবিতাগুলির ভাষা অতি সরল ও সুমিষ্ট ও ভাব অতি

গভীর ও হৃদয়গ্রাহী। এক কথায় বলিতে হইলে কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। ইতি—

আপনারই—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,

৯ই মাঘ ১৩১০।

উড়িষ্যা ও বর্দ্ধমান ডিভিসনের স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের ‘ শকুন্তলা ’ সম্বন্ধে অভিমত।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

মহাশয়,

আপনার ‘শকুন্তলা’ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আশানুরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ক্ষুদ্র হইলেও কাব্যখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এমনকি প্রত্যেক শ্লোকে শক্তিমত্তা ও ভাবুকতার চিহ্ন অতি পরিস্ফুটরূপে দেদীপ্যমান। অনেক শ্লোক এরূপ আছে যাহা কি ভারতবিখ্যাত প্রাচীন কবিগণের পক্ষেও গৌরবাবহ হইত।

বিনয়াবনত—

শ্রীরাধানাথ রায়।

কটক,

১৫-৩-০৪।

উড়িষ্যার প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺দামোদর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের 'সারপঞ্চক' সম্বন্ধে অভিমত।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত 'সারপঞ্চক' পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম—পদলালিত্য ও ভাবগাম্ভীর্য্যে কবিতাগুলি অতিশয় মনোহর হইয়াছে। বড় বড় পণ্ডিতদিগের প্রমুখাৎ আমি অনেক কবিতা শুনিয়াছি, কিন্তু এমন ভাবগর্ভক, পদলালিত্য-বিশিষ্ট কবিতা কখন শ্রবণ করি নাই, ইদানিং এ" প্রকার কবিতা প্রায় দুর্ল্ভ—এ গ্রন্থরচয়িতা স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক হইয়াও সর্ব্বপণ্ডিতজনমনোহারী সংস্কৃতকবিতারচনায় যে এতদূর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। কবিতাগুলি পাঠ করিলে প্রাচীন কবিতার মতন বোধ হয়, ইহা সংস্কৃত ভাষার একটি রত্নস্বরূপ হইবে সাহস করিয়া বলিতে পারি। গ্রন্থরচয়িতা মহাশয় দীর্ঘজীবী হউন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মণঃ।

(বিদ্যাবাগীশস্য)

ভদ্রকের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ, মহাশয়ের 'কুমারসম্ভবের অনুবাদ' সম্বন্ধে অভিমত।

আমার মতে অনুবাদ এইরূপই হওয়া উচিত। অনুবাদ যে ভাষায় হইবে আগে তাহার প্রাণ রক্ষার প্রতি অনুবাদকের

দৃষ্টি রাখা চাই। অনুবাদ্য গ্রন্থের ভাব মাধুর্য্য পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে গিয়া অনুবাদ যে ভাষায় হইবে তাহার প্রাণনাশ করা কোনরূপে বিধেয় নহে। শরৎবাবুর এ দোষ ঘটে নাই। তিনি যেখানে মূলের ভাব মাধুর্য্য রক্ষা বিষয়ে আপনাকে একান্ত অসমর্থ বোধ করিয়াছেন সেখানে তাহার আভাস মাত্র দিয়াই অনুবাদের ভাষার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুবাদ সুবোধ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

Opinion of Nilkantha Mazumdar Esqr., M.A.,

Roychand Premchand Scholar.

I have glanced over your "Nitishatastakam." You have happily caught the ring of the old masters, both in respect of your sentiments and expressions. You have remarkable powers of adaptation and your imagination is full of resources. Your style is simple, chaste and elegant. I wish you every success.

Sd. Nilkantha Mazumdar
Principal, Ravenshaw College.

13-1-99. CUTTACK.

Opinion of Babu Mati Lal Ghose.

Amrita Bazar Office,
2, Ananda Chatterjee Lane.
Calcutta the 19th January 1918.

I have heard with intense pleasure some of the Sanskrit and Bengali songs relating to "*Krishna Lila*" and cognate subjects by Babu Sarat Chandra Banerjee. I understand that he is publishing a book containing these songs. The book should command a large sale specially amongst those who are Bhaktas and Premiks.

Sd. Mati Lal Ghose.

Opinion of Rai Radhanath Rai Bahadur,

Late Inspector of Schools.

I hope that Babu Sarat Chandra Banerjee's Sanskrit writings will be as widely known and appreciated as they deserve to be. His *Krishnapremtarangini* is one of those rare productions which can challenge comparison with the inimitable classic models of India. The excellence of that work is well maintained in his *Panchasar*, which seems destined to take rank with the master-pieces of Bhartrihari and Chanakya. The terse, graceful and idiomatic sanskrit of *Panchasar* will commend it to any lover of sanskrit literature.

9-1-99. Sd. Radha Nath Rai.

JAJPUR.

Opinions of B. C. Mitra Esq., I. C. S.

I had the pleasure of making the acquaintance of abu Sarat Chandra Banerjee, the Head Master of the hadrak High School about 10 years back, when I was sted to Bhadrak on settlement work, and was very ich struck with his admirable rendering into Bengali rse of Kali Dasa's *Kumarsambhav*. Since then, I ve watched his literary career with interest, and his bsequent productions have fully justified the expections I was led to entertain. His mastery over nskrit versification is of a superior order. But mere ersification, sonorous and melodious as it is, does not haust a description of his talents. His original proictions in Sanskrit contain really good poetry and eathe the true spirit of devotion. Fine and occanal lofty sentiments, clothed in dignified language; artistic literary perception; turns of thought which once and without effort strike the imagination; and nplicity and terseness of expression, are merits which ght to make his works more widely known and preciated. Many an hour during my official visits to ıadrak has been enlivened by hearing from his own outh the recitations of his own excellent compositions, d I may say, without exaggeration, that the enjoyent of his poems is one of the chief attractions of my isits to Bhadrak. As translations his *Kumarsambhav* ıd Joydev's *Gitagobinda* are equally successful, and hen the difficulty of such translation is considered, the hievement will be the better appreciated. It is fortuate that the talented author's first original Sanskrit ork *Krishnapremtarangini* has been brought out under gh patronage. His second work, *Sarapanchakam*, is a

little book of moral apophthegms in verse, adapted to every understanding and enlivened by fine poetic sentiments. His up to now last production, *Prarthana*, a collection of verses in the stately *mandakranta* metre addressed to the Deity, shows high class poetry and power of poetical expression coupled with true-hearted devotion. The last two works are accompanied by metrical translations into Bengali, which are as melodious as they are expressive. If Sanskrit scholarship and poetical powers are deserving of encouragement, I am confident that the works of Babu Sarat Chandra Banerjee will receive the recognition which they undoubtedly deserve.

Sd. B. C. MITRA.

BHADRAK. *District and Sessions Judge,*

The 15th August, 1902. *Orissa*

I have had Babu Sarat Chandra Banerjee's "Sakuntala" read out to me in the melodious voice of the talented writer, and have much pleasure in stating that it contains passages of striking beauty and originality. I must say that the production as a whole evidences the facility of the writer's pen, the simplicity of his language and poetic touches of a delightful order.

Sd. B. C. MITRA.

District and Sessions Judge,

CUTTACK.

Balasore Circuit-House,

The 24th October, 1903.